বি-ইসমিহি তায়ালা

দোয়া সমাহার

নাদে আলী, যিয়ারতে আশুরা, বিপদ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া, দোয়া -এ- তাওয়াসসুল, দোয়া –এ- ফারাজ ও হাদীসে কিসা

(বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ)

مجموعہ دعاہا

ناد علی، زیارت عاشورہ، دعای هفتم صحیفه سجادیه، دعای توسل،

دعای فرج و حدیث کساء

সংকলনে :
মুহম্মাদ রিজওয়ান সালাম খান

প্রকাশনায় :
নূরুল ইসলাম একাডেমি ও রেনেসা পাবলিশার

بسم الله الرحمن الرحيم

নাম : দোয়ার সম্ভার
সংকলনে : মুহম্মাদ রিজওয়ান সালাম খান। Whatsapp :+989193541204
সহযোগিতায় : মুস্তাক আহমদ
কম্পোজ ও অক্ষর বিন্যাস : মুহম্মাদ আলী ইউসুফ।
প্রকাশনায় : নূরুল ইসলাম একাডেমি ও রেনেসা পাবলিশার, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।
প্রকাশকাল : শাবান ১৪৪১হিজরী। চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ। মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।
www.noor-academy.com
Email: info@noor-academy.com

প্রাপ্তিস্থান :

১. ঘোনারবন- নূরপুর ও কুলিয়া- বাদুড়িয়া, **উত্তর ২৪ পরগণা**। মাওলানা তাফাজ্জুল হোসায়েন: 97343 44389, মোখতার হোসায়েন : 97329 84041
২. হাতিয়াড়া ও ঘুনী **কলকাতা,** নজরুল ইসলাম : 79805 7662, মাওলানা শাহজাহান আলী : 8276805811
৩. রণমহল, উলুবেড়িয়া, **হাওড়া**। মুস্তাক আহমদ 90513 75515
৪. হুগলী ইমামবাড়া, চুচুঁড়া, **হুগলী**। মাওলানা হাবিবুল্লাহ খান : 96813 08509
৫. কোয়াবেড়িয়া ও চন্ডীপুর, ঢোলাহাট, **দক্ষিন ২৪ পরগণা**। ইদ্রিস আলী খান : 70768 41812
৬. কুমার পুর, হলদিয়া, **পূর্ব মেদনীপুর,** মাওলানা মুনীর আব্বাস : 75578 96978

[গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশকের জন্য সংরক্ষিত]

Name : Doa Samahar. By: Md. Rizwan Salam Khan, Collaboration : Mustak Ahmad. Compuse By : Md Ali Yusuf, Publishet By : Noorul islam Academy and renesa publisher, pulished On : March 2020 A.D, Shaban 1441 Hj. chaetro 1425 Bn.

সূচীপত্র :

ভূমিকা ৫

হাদীসে সাকালাইন.....৬

দোয়ার আহ্বান: ৬

দোয়া করার উত্তম সময়.....৭

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সুস্থতা কামনার দোয়া ৮

আর্বী টেক্সট : ৮

বাংলা উচ্চারণ : ৮

বাংলা অনুবাদ.....৮

ছোট নাদে আলীর দোয়া.....৮

নাদে আলী দোয়ার মর্যাদা ৮

নাদে আলী দোয়ার আরবী টেক্সট: ৯

নাদে আলীর বাংলা উচ্চারণ : ৯

নাদে আলীর বাংলা অনুবাদঃ.....৯

যিয়ারতে আশুরা.....৯

যিয়ারতে আশুরার মর্যাদা.....৯

জিয়ারতে আশুরার আর্বী টেক্সট.....১২

যিয়ারতে আশুরার বাংলা উচ্চারণ.....১৫

জিয়ারতে আশুরার বাংলা অনুবাদ.....১৮

বিপদ ও দুর্যোগ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া.....২২

আর্বী টেক্সট ২২

বাংলা উচ্চারণ : ২৩

যিয়ারতে আশুরা ও দোয়ায়ে তাওয়াসসুল.....৪

বাংলা অনুবাদ.....২৪

দোয়ায়ে তাওয়াসসুল ২৭

আর্বী টেক্সট ২৭

বাংলা উচ্চারণ ৩১

বাংলা অনুবাদ.....৩৩

দোয়া - এ - ফারাজ ৩৮

আর্বী টেক্সট ৩৮

বাংলা উচ্চারণ : ৩৯

বংলা অনুবাদ : ৩৯

হাদীসে কেসার.....৪০

আর্বী টেক্সট ৪১

বাংলা অনুবাদ.....৪৩

পাঁচ ওয়াক্তের নামাযান্তের যিয়ারতের বাংলা উচ্চারণ.....৪৯

হযরত ইমাম হুসায়েন আলাইহিস সালামের যিয়ারত ৪৯

ইমাম আলী রিযা আলাইহিস সালামের যিয়ারত.....৪৯

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের যিয়ারত ৪৯

মরহুম মুহম্মাদ নূরুল ইসলাম খানের গ্রন্থসমূহ.....৫০

মুহম্মাদ রিজওয়ান সালাম খানের সংকলণ ও অনুদিত পুস্তকসমূহ.....৫০

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং দরুদ ও সালাম হযরত মুহম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর পবিত্র আহলেবাইত (আঃ) এবং তাঁর নির্বাচিত সাহাবীদের উপর।

قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلدُّعَاءُ سِلاَحُ اَلْمُؤْمِنِ وَ عَمُودُ اَلدِّينِ وَ نُورُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ». (اصول كافى جلد٢، ص ٤٦٨)

আল্লাহর নবী (সঃ) বলেছেন: 'দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং জমিন ও আসমানের জ্যোতি'। (উসূলে কাফী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬৮)।

আল্লাহই একমাত্র সত্তা যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, একমাত্র তিনিই স্রষ্টা তাছাড়া আর যা কিছু চিন্তা করা যায় সবই তাঁর সৃষ্টি তাই তিনি সব রোগ, ব্যাধি, কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। প্রভুর ন্যায় বান্দার আপন কেউ নেই - তিনিই নিজের বান্দাদের যতটা ভালোবাসেন তার থেকে অধিক কেউ ভালাবাসে না। আল্লাহর ভালোবাসার অতি নগণ্য উদাহরণ এই জগতে কেবলমাত্র সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। স্রষ্টার দয়া, করুনা, মায়া, ভালোবাসার সাথে আর কারোর দয়ার তুলনাই করা যায় না। অতএব স্রষ্টার সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই। আর সেই সম্পর্কের বড় সোপান হল দোয়া।

আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের হাতে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে সেটি কয়েকটি দোয়ার সম্ভার যেগুলি বর্তমান সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে একত্রিত করা হয়েছে। এই পুস্তিকায় দোয়ার আরবি পাঠের সাথে সাথে বাংলা উচ্চারণ ও তার অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। যাতে করে আমাদের বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনেরা উপকৃত হতে পারেন। উল্লেখ্য যে, কোন এক ভাষার পাঠ্যকে অন্য ভাষায় উচ্চারণ করতে গেলে মূল ভাষার হুবহু সঠিক ও শুদ্ধ উচ্চরণ অসম্ভব। তাই উচ্চারণের ক্ষেত্রে এখানেও তার ব্যাতিক্রমী নয় আর আরবি ভাষা থেকে বাংলা উচ্চারণ করা আরো কঠিন তথাপি এখানে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে, তার পরও যদি কোন উচ্চারনে ত্রুটি থেকে থাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরের মুদ্রণে সেটাকে সংশোধন করব, ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাঁর প্রকৃত বান্দা হওয়ার এবং নবী ও তাঁর পবিত্র বংশধরের জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হওয়ার তৌফিক দান করুন - আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

মুহম্মদ রিওয়ান সালাম খান

হাওযা ইলামীয়া, কুম - ইরান। ৩০শে মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

khan11092@gmail.com

হাদীসে সাকালাইন

"আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি- আল্লাহর কিতাব এবং আমার ইতরাত (রক্তজ বংশধর)। আল্লাহর কিতাব হচ্ছে একটি দড়ি যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিসতৃত এবং আমার ইতরাত হচ্ছে আমার আহলে বাইত এবং নিশ্চয়ই সাহায্যকারী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এ দু'টি কখনোই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না তারা আমার কাছে হাউযে (কাউছার) উপস্থিত হয়। অতএব আমার পরে এদের সাথে কি আচরণ করবে তা খেয়াল রেখো।"

(মুসনাদে আহমদ. ৩য় খণ্ড ও অনুরূপ হাদীস সহীহ্ মুসলিম : ই.ফা. ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং-৬০০৭-৬০১০ ও সহীহ্ তিরমিজী: ইসলামিক সেন্টার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং- ৩৭২৪-৩৭২৬)

দোয়ার আহ্বান:

দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে ক্ষুদ্র ও হীন মনে করা, বিপদে ও দুঃখে মনের গভীর থেকে বিলাপের সাথে মোনাযাত করা, নিজেরে পাপসমূহের স্বীকার করার মাধ্যমে বালা মসিবত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজের বান্দাদের আদেশ করেছেন আমার কাছে দোয়া কর আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের দোয়ার উত্তর দেব এব সর্বদা নিজের বান্দাকে বলেছেন :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. (سوره غافر: ٦٠)

আর তোমাদের রব (প্রতিপালক) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি কবুল করে তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (*সূরা গাফির আয়াত নম্বর : ৬০।*)

বালা মসিবদ দূর করার জন্য ইসলাম ধর্ম বহু কাজ-কর্ম করা আদেশ দিয়েছে : যেমন প্রতি আর্বী মাসের প্রথম তারিখে দুই রাকাত নামায পড়া এবং নামান্তে সেই দিনের দোওয়া পড়া ও অতপর সাদকা দেওয়া। প্রতিদিন সকালে নামাযে পর কিছু সাদকা দেওয়া। ক্ষুদার্ত ব্যক্তিবর্গকে অন্নদান করা। এছাড়াও বেশ কিছু বিশেষ দোয়া আছে যার

প্রতি অতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কিছু দোয়ার সূচী আপানাদের সম্মূখে উপস্থাপন করা হল :

১. নবী ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ ও সালোয়াত পড়া এবং আহলেবাইতের ওসিলায় দোয়া করা।

২. যিয়ারতে আশুরা পড়া।

৩. সহিফা সাজ্জাদিয়ার সপ্তম দোয়া - বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া পড়া।

৪. সূরাহ আলহামদুলিল্লাহর খতম করা।

৫. জাওশানে সাগীরের দোয়া পড়া।

৬. দোয়ায়ে তাওয়াসসুল পড়া।

৭. দোয়ায়ে ফারাজ –'এলাহী আযুমাল বালা' পড়া।

৮. হাদীসে কেসা (পাঁচ পঞ্জতনের এক চারদের মধ্যে একত্রিত হওয়া হাদীস)... ইত্যাদি।

দোয়া করার উত্তম সময়

আল্লাহর বান্দা সর্ব সময় ও সর্ব স্থানে দোয়া করতে পারে, তবে যে সময় দোয়া করলে আল্লহর দরবারে কবুল হয় তার সর্বোত্তম সময়ের কিছু সূচী নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর। ২. আযানের পর। ৩. নামাযের পর সেজদারত অবস্থায়। ৫. বৃষ্টি বর্ষণের সময়। ৬. শহীদের রক্ত যখন জমিনের উপর পড়ে।

৭. তাহাজ্জুদের নামাযের পর। ৮. ফজরের নামাযের পর। ৯. বায়ূ প্রবাহের সয়ম।

এছাড়াও আরো সময় ও স্থান রয়েছে যেখানে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তাড়াতাড়ি কবুল করেন এবং সহজে তাঁর দরবারে গৃহীত হয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সুস্থতা কামনার দোয়া

আর্বী টেক্সট :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُكَ علَيهِ و عَلى آبائِهِ فِى هٰذِهِ السَّاعَةِ وَ فِى كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِعَهُ فِيهَا طَوِيلا.

বাংলা উচ্চারণ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল্লাহুম্মা কুল্লি ওয়ালিয়্যিকাল হুজ্জাতিবনিল হাসান, সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলা আবায়িহি, ফী হাযিহিস সাআ'তি ওয়া ফী কুল্লি সাআ'তিন, ওয়ালিয়াঁও ওয়া হাফিযাঁও ওয়া ক্বায়িদাঁও ওয়া নাসিরাঁও ওয়া দালিলাঁও ওয়া আইনা হাত্তা তুসকিনাহু আরযাকা তাওআঁও ওয়াতু মাত্তিআহু ফীহা তাবীলা।

বাংলা অনুবাদ

হে প্রতিপালক! তুমি স্বীয় প্রতিনিধি হুজ্জত ইবনুল হাসান এবং তাঁর পবিত্র পূর্ব পুরুষগণের প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করো এবং এই মুহূর্ত হতে সর্বদা তুমি তাঁর সংরক্ষক, পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক, রক্ষক, তথা পথ প্রদর্শক থেকো এবং তোমার জগতকে সুদীর্ঘকাল পর্ষন্ত অবশিষ্ঠ রেখো যাতে তোমার প্রতিনিধি তোমার নেয়ামত সমূহ হতে পূর্ণরূপে লাভবান হতে পারেন। (হে আল্লাহ! ইমাম মাহ্‌দী(আ.)-এর আর্বিভাবকে তরান্বিত করুন- আমীন)।

ছোট নাদে আলীর দোয়া

নাদে আলী দোয়ার মর্যাদা

নাদে আলী দোয়ার অনেক মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে তারমধ্যে কিছু এখানে উল্লেখ্য করা হল : এই দোয়া পড়লে মানুষের বিভিন্ন মনষ্কামনা পূর্ণ হয় এবং অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যেমন : হৃদয় জয় করা, স্নেহ ও ভালোবাসায় বৃদ্ধি, বিবাহ সহজতর হওয়া, ইচ্ছা ও প্রয়োজনিয়তা পূরণে ও অভাবকে দূর করার জন্য এই দোয়া পড়া হয়।

তবে বেশ কিছু আলেমগণ এই বিশ্বাস রাখে যে, এই দোয়ায় সাতশতটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের জন্য পড়া হয় যেতে পারে।

নাদে আলী দোয়ার আরবী টেক্সট:

نادِ عَلِياً مَظهَرَ العَجائِب تَجِدهُ عَوناً لَکَ فِی النَّوائبِ کُلُّ همٍّ و غمٍّ سینجَلی بِوِلایتِکَ یا عَلِی یا عَلِی یا عَلِی.

নাদে আলীর বাংলা উচ্চারণ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"নাদি আ'লীয়ান্ মাযহারাল আজায়িব। তাজিদ-হু আ'ওনাল লাকা ফিন্ নাওয়ায়িব।

কুল্লু হাম্মিওঁ ওয়া গাম্মিন সা-ইয়ানজালী।

বি-আযামাতিকা ইয়া আল্লাহু, বি-নুবুওয়াতিকা ইয়া মুহাম্মাদু, বি-ওয়ালাইয়াতিকা

ইয়া আলীউ ইয়া আলীউ ইয়া আলী, আদরিক্-নী।"

নাদে আলীর বাংলা অনুবাদঃ

আলী (আ.) -কে ডাকো, যিনি বিস্ময়কর গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ, যেন তিনি তোমাকে বিপদে আপদে সাহায্য করেন, যেন সকল দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট অতি দ্রুত দূর হয়ে যায়।

তোমার মহানুভবতার কসম, হে আল্লাহ! তোমার নবুয়্যতের কসম, হে মুহাম্মাদ! তোমার বেলায়েতের কসম, হে আলী! হে আলী! হে আলী! আমার প্রতি সুদৃষ্টি প্রদান করো।

যিয়ারতে আশুরা

যিয়ারতে আশুরার মর্যাদা

মিসবাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: রাবী পঞ্চম ইমাম হযরত বাকের (আ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি মহররম মাসের দশ তারিখে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)এর মাজার জিয়ারত করে এবং তাঁর পবিত্র মাজারের কাছে অশ্রুপাত করে, তাহলে কিয়ামতের দিনে তাকে এমন অবস্থায় প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত করা হবে যে তার কৃতকর্মের হিসাবে দু'হাজার হজ্জ, দু'হাজার ওমরাহ্ ও দু'হাজার জিহাদের সওয়াব লেখা থাকবে।

এ সময় পুনরায় ইমামকে প্রশ্ন করা হল যে, এ সওয়াবের সৌভাগ্য তো কেবল কারবালার অধিবাসীরাই পাবেন। কারণ, যারা কারবালা নগরী থেকে দূরে অবস্থান করছেন তারা কিভাবে আশুরার দিনে ইমাম হুসাইন(আ.)এর মাজার জিয়ারত করে ঐ সওয়াবের অধিকারী হবেন? উত্তরে ইমাম (আ.) বলেন: যারা কারবালা থেকে দুরে অবস্থান করছে তারা যেন কোন মরূদ্যানে (ফাঁকা মাঠে) বা নিজের বাড়ীর ছাদে উঠে ক্বাবামুখী হয়ে ইমাম হুসাইন (আ.)কে ইশারা করে সালাম দেয়,দরুদ পড়ে ও তাঁর শত্রুদের (খুনির) প্রতি অভিসম্পাত বা লানত করে এবং এরপর দু'রাকআত নামাজ পড়ে, (দুপুরে সূর্য হেলে পড়ার আগেই তা করা উত্তম)। এরপর নিজের ত্রুটি ও পাপগুলো স্মরণ করে তওবা করে এবং ইমাম হুসাইনকে (আ.) স্মরণ করে ক্রন্দন করে, একইসাথে বাড়ীতে উপস্থিত সবাইকে ক্রন্দনে উৎসাহ যোগায়।এভাবে কেউ যদি নিজেকে ও নিজের বাড়ীর লোকদেরকে শোকার্ত করে তোলে তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে উক্ত সওয়াব লাভের প্রতিশ্রুতি তাকে দিচ্ছি।

রাবী পুনরায় ইমাম বাকের (আ.)কে প্রশ্ন করেন, আমরা পরস্পরকে কিভাবে সমবেদনা জানাব?তিনি বললেনঃ প্রভু ইমাম সাইন (আ.)এর শোক-সভায় আমাদের জন্য সওয়াব ও পুরস্কারাদি রাখবেন। আর আমাদেরকে এবং আপনাকে ইমাম হুসাইন(আ.)এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে, ইমাম মাহদী (আ.)এর সাথীতে পরিণত করবেন। (মাফাতিহুল জিনান) উল্লেখ্য, যেভাবে মরহুম নুরী (রহ.) 'নাহজুল সিকাব' নামক গ্রন্থে এবং শেইখ আব্বাস কুমী 'মাফাতিহুল জিনান' গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন তা হল, এটা এমন একটি জিয়ারত যা পড়ার জন্য স্বয়ং ইমাম হুসাইন (আ.) নির্দেশ দিয়েছেন। তাই নিয়মিত এ জিয়ারতটি পাঠ করা উচিত।

যিয়ারতে আশুরা ও দোয়ায়ে তাওয়াসসুল.....১১

জিয়ারতে আশুরার আর্বী টেক্সট

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اَلسّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللّه السّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّه، السّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللّه وَ ابْنَ خِيَرَتِه، السّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ ابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّين، السّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِين، السّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللّه وَ ابْنَ ثَارِهِ وَ الْوِتْرَ الْمَوْتُورَ، السّلاَمُ عَلَيْكَ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِى حَلَّتْ بِفِنَائِكَ عَلَيْكُمْ مِنَّى جَمِيعاً سَلاَمُ اللّه أَبَداً مَا بَقِيتُ وَ بَقِىَ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ يَا أَبَا عَبْدِ اللّه لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ الْمُصِيبَةُ بِكَ (بِكُمْ) عَلَيْنَا وَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُكَ فِى السَّماوَاتِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السَّماوَاتِ فَلَعَنَ اللّه أُمَّةً أَسَّسَتْ أَساسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ لَعَنَ اللّه أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَ أَزَالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الَّتِى رَتَّبَكُمُ اللّه فِيهَا وَ لَعَنَ اللّه أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ وَ لَعَنَ اللّه الْمُمَهِّدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينِ مِنْ قِتَالِكُمْ بَرِئْتُ إِلَى اللّه وَ إِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَ (مِنْ) أَشْيَاعِهِمْ وَ أَتْبَاعِهِمْ وَ أَوْلِيَائِهِمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللّه إِنِّى سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لَعَنَ اللّه آلَ زِيَادٍ وَ آلَ مَرْوَانَ وَ لَعَنَ اللّه بَنِى أُمَيَّةَ قَاطِبَةً وَ لَعَنَ اللّه ابْنَ مَرْجَانَةَ وَ لَعَنَ اللّه عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللّه شِمْراً (شَمِراً) وَ لَعَنَ اللّه أُمَّةً أَسْرَجَتْ وَ أَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتَالِكَ بِأَبِى أَنْتَ وَ أُمِّى لَقَدْ عَظُمَ مُصَابِى بِكَ فَأَسْأَلُ اللَّه الَّذِى أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَ أَكْرَمَنِى (بِكَ) أَنْ يَرْزُقَنِى طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِه اللّهمّ اجْعَلْنِى عِنْدَكَ وَجِيهاً بِالْحُسَيْنِ عليه السلام فِى الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا أَبَا عَبْدِ اللّه إِنِّى أَتَقَرَّبُ إِلَى اللّه وَ إِلَى رَسُولِه وَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِلَى فَاطِمَةَ وَ إِلَى الْحَسَنِ وَ إِلَيْكَ بِمُوالاَتِكَ وَ بِالْبَرَاءَةِ (مِمّنْ قَاتَلَكَ وَ نَصَبَ لَكَ الْحَرْبَ وَ بِالْبَرَاءَةِ مِمّنْ أَسَّسَ أَساسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَيْكُمْ وَ أَبْرَأُ إِلَى اللّه وَ إِلَى رَسُولِه) مِمّنْ أَسَّسَ أَساسَ ذَلِكَ وَ بَنَى عَلَيْهِ بُنْيَانَهُ وَ جَرَى فِى ظُلْمِه وَ جَوْرِه عَلَيْكُمْ وَ عَلَى أَشْيَاعِكُمْ بَرِئْتُ إِلَى اللّه وَ إِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَى اللّه ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوالاَتِكُمْ وَ مُوالاَةِ وَلِيِّكُمْ وَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ

وَ النَّاصِبِينَ لَكُمُ الْحَرْبَ وَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَ أَتْبَاعِهِمْ إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَ وَلِيٌّ لِمَنْ وَالاَكُمْ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ فَأَسْأَلُ اللَّه الَّذِى أَكْرَمَنِى بِمَعْرِفَتِكُمْ وَ مَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَ رَزَقَنِى الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِى مَعَكُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَنْ يُثَبِّتَ لِى عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِى الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِى الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّه وَ أَنْ يَرْزُقَنِى طَلَبَ ثَارِى (ثَارَكُمْ) مَعَ إِمَامٍ هُدًى (مَهْدِيٍّ) ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ وَ أَسْأَلُ اللَّه بِحَقِّكُمْ وَ بِالشَّأْنِ الَّذِى لَكُمْ عِنْدَهُ أَنْ يُعْطِيَنِى بِمُصَابِى بِكُمْ أَفْضَلَ مَا يُعْطِى مُصَاباً بِمُصِيبَتِهِ مُصِيبَةً مَا أَعْظَمَهَا وَ أَعْظَمَ رَزِيَّتَهَا فِى الْإِسْلَامِ وَ فِى جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ (الْأَرَضِينَ) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِى مَقَامِى هَذَا مِمَّنْ تَنَالُهُ مِنْكَ صَلَوَاتٌ وَ رَحْمَةٌ وَ مَغْفِرَةٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْيَايَ مَحْيَا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَمَاتِى مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ (فِيهِ) بَنُو أُمَيَّةَ وَ ابْنُ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ اللَّعِينُ ابْنُ اللَّعِينِ عَلَى (لِسَانِكَ) وَ لِسَانِ نَبِيِّكَ (صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ آلِه) فِى كُلِّ مَوْطِنٍ وَ مَوْقِفٍ وَقَفَ فِيهِ نَبِيُّكَ (صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ آلِه) اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ وَ مُعَاوِيَةَ وَ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ اللَّعْنَةُ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَ هَذَا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيَادٍ وَ آلُ مَرْوَانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) اللَّهُمَّ فَضَاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ مِنْكَ وَ الْعَذَابَ (الْأَلِيمَ)، اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ فِى هَذَا الْيَوْمِ وَ فِى مَوْقِفِى هَذَا وَ أَيَّامَ حَيَاتِى بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ وَ اللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَ بِالْمُوَالَاةِ لِنَبِيِّكَ وَ آلِ نَبِيِّكَ (عَلَيْهِ وَ) عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

একশত বার বলুন :

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِى (الَّذِينَ) جَاهَدَتِ الْحُسَيْنَ وَ شَايَعَتْ وَ بَايَعَتْ وَ تَابَعَتْ (تَايَعَتْ) عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِيعاً.

একশত বার বলুন :

السّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰه وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتى حَلّتْ بِفِنَائِك عَلَيْكَ مِنِّى سلاَمُ اللّٰه أَبَداً مَا بَقِيتُ وَ بَقِىَ اللّيْلُ وَ النَّهارُ وَ لاَ جَعَلَهُ اللّٰه آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّى لزِيارَتِكُمْ (لِزِيَارَتِكَ) السّلاَمُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىّ بْنِ الْحُسَيْنِ (وَ عَلَى أَوْلاَدِ الْحُسَيْنِ) وَ عَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ.

অতঃপর বলুন :

اللّٰهمَّ خصَّ أَنْتَ أَوَّل ظَالِمٍ بِاللّعْنِ مِنِّى و ابْدَأ بِهِ أَوّلاً ثُمّ (الْعَنِ) الثّانىَ وَ الثّالثَ وَ الرّابعَ
اللّٰهمّ الْعَنْ يَزِيدَ خَامِساً وَ الْعَنْ عُبَيْدَ اللّٰه بْنَ زِيَادٍ وَ ابْنَ مَرْجَانَةَ
وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ أَبِى سُفْيَانَ وَ آلَ زِيَادٍ وَ آلَ مَرْوَانَ إِلَى يوْمِ الْقِيَامَةِ.

সিজদায় গিয়ে বলুন :

اللّٰهمَّ لكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاكِرِينَ لَكَ عَلَى مُصَابِهِمْ الْحَمْدُ لِلّٰه عَلَى عَظِيمِ رَزِيّتى
اللّٰهمّ ارْزُقْنِى شَفَاعَةَ الْحُسَيْنِ يوْمَ الْوُرُودِ
وَ ثَبّتْ لِى قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ معَ الْحُسَيْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ عليه السلام.

যিয়ারতে আশুরার বাংলা উচ্চারণ

আস সালামু আলাইকা ইয়া আবা আব্দিল্লাহ, আস সালামু আলাইকা ইয়াবনা রসূলিল্লাহ, আস সালামু আলাইকা খিয়ারাতাল্লাহি ওয়াবনা খিয়ারাতিহ, আস সালামু আলাইকা ইয়াবনা আমিরিল মুমেনীনা ওয়াবনা সাইয়েদিল ওয়াসিইয়্যীন, আস সালামু আলাইকা ইয়াবনা ফাতিমাতা সাইয়্যিদাতি নিসাইল আলামীন।

আস সালামু আলাইকা সারাল্লাহি ওয়াবনা সারিহ, ওয়াল বিতরীল মাওতুর। আস সালামু আলাইকা ওয়া আলাল আরওয়াহিল্লাতী হাল্লাত বি-ফানাইক, আলাইকুম মিন্নী জামিআন সালামুল্লাহি আবাদাম মা বাকিতু ওয়া বাক্বিয়াল লাইলু ওয়ান্নাহার। ইয়া আবা আব্দিল্লহি লাক্বাদ আযুমাতির রযিয়্যাতু ওয়া জাল্লাত ওয়া আযোমাতিল মুসিবাতু বিকা আলাইনা ওয়া আলা জামিঈল আহলিল ইসলামি ওয়া জাল্লাত ওয়া আযুমাত মুসিবাতুকা ফিস সামাওয়াতি আলা জামিয়ি আহলিস সামাওয়াতি, ফালাআনাল্লাহু উম্মাতান দাফাআতকুম আন মাক্বামিকুম ওয়া আযালাতকুম আন মারাতিবিকুমুল্লাতী রাত্তাবাকুমুল্লাহু ফিহা, ওয়া লাআনাল্লাহু উম্মতান ক্বাতালাতকুম ওয়া লাআনাল্লাহুল মুমাহহিদীনা লাহুম বিত্তামকিনি মিন কিতালিকুম।

বারি'তু ইলাল্লাহি ওয়া ইলাইকুম মিনহমি ওয়া মিন আশইয়াইহিম ওয়া আতবাইহিম ওয়া আওলিয়াইহিম। ইয়া আবা আব্দিল্লাহি ইন্নী সিলমুন লিমান সালামাকুম, ওয়া হারবুন লিমান হারাবাকুম ইলা ইওমিল ক্বিয়ামাহ। ওয়া লাআনাল্লাহ আলা যিয়াদিন ওয়া আলা মারওয়ানা ওয়া লাআনাল্লাহু বানী উমাইয়্যাতা কাতিবাতা ওয়া লাআনাল্লাহুবনা মারজানা, ওয়া লাআনাল্লাহু উমারাবনা সাআদিন, ওয়া লাআনাল্লাহু শিমরা, ওয়া লাআনাল্লাহু উম্মাতান আসরজাত ওয়া আলজামাত ওয়া তানাক্কাবাত লিক্বিতালিকা ওয়া আকরামাকা ওয়া আকরমানী (বিকা) আইয়্যারযুকানী তালাবা সারিকা মাআ ইমামিম মানসুরিন মিন আহলিবাইতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহ। আল্লাহুম্মাজ আলনী ইনদাকা ওয়াজিহা বিল হুসাইনি আলাইহিস সালাম ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরাতি ইয়া আবা আব্দিল্লাহ ইন্নী আতাকার্রাবু ইলাল্লাহি ওয়া ইলা রসূলিহি ওয়া ইলা আমীরিল মু'মেনীন ওয়া ইলা ফাতিমাতা ওয়া ইলাল হাসান ওয়া ইলাইকি বি-মুওয়ালাতিক।

ওয়া বিলবারাআতি (মিম্মান কাতালাকা ওয়া নাসাবা লাকাল হারবা ওয়া বিল বারাআতি মিম্মান আসসাসা আসাসায যুলমি ওয়াল জাওরি আলাইকুম ওয়া আবরাউ ইলাল্লাহি ওয়া ইলা রসূরিহি) মিম্মান আসসাসা আসাসা যালিকা ওয়া বানা আলাইহি বুনইয়ানাহু, ওয়া জারা ফি যুলমিহি ওয়া জাওরিহি আলাইকুম ওয়া আলা আশইয়াইকুম, বারি'তু ইলাল্লাহি

ওয়া ইলাইকুম মিনহুম ওয়া আতাক্বার্রাবু ইলাল্লাহি সুম্মা ইলাইকুম বিমুওয়ালাতিকুম ওয়ালিইয়িকুম। ওয়া বিল বারাআতি মিন আ'দাইকুম ওয়ান্নাসিবীনা লাকুমুল হারবা ওয়া বিলবারাআতি মিন আশাইয়াইহিম ওয়া আতবাইহিম ইন্নী সিলমুন লিমান সালামাকুম ওয়া হারবুন লিমান হারাবাকুম ওয়া ওয়ালীউন লিমান ওয়ালাকুম ওয়া আদুউন লিমান আদাকুম।

ফাস আলুল্লাহাল্লাহাল্লাযী আকরামানী বিমা'রিফাতিকুম ওয়া মা'রিফাতি আওলিয়াইকুম ওয়া রাযাক্বানীল বারাআতা মিন আ'দাইকুম আইয়্যাজআলানী মাআ'কুম ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া আই ইউসাব্বিতা লী ইন্দাকুম ক্বাদামা সিদকিন ফিদ্দুনীয়া ওয়া আখিরাতি ওয়া আসআলুহু আইয়োবাল্লেগানীল মাক্বামাল মাহমুদা লাকুম ইন্দাল্লাহি।

ওয়া আইয়্যারযুকানী তালাবা সারী (সারীকুম) মাআ ইমামিন হুদান (মাহদীইন) যাহেরিন নাতেক্বিন বিলহাক্কে মিনকুম ওয়া আসআলুল্লাহা বিহাক্বিকুম ওয়া বিশ শানিল লাযী লাকুম ইন্দাকুম ইন্দাহু আইয়ো'তিয়ানী বিমাসাবী বিকুম আফযালা মা য়ো'তী মুসাবান বিমুসীবাতিহি মুসিবাতান মা আ'যামাহা ওয়া আযামা রাযিয়্যাতাহা ফীল ইসলামি, ওয়া ফী জামীইস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি (আরযীনা)। আল্লাহুম্মাজ আলনী ফী মাক্বামী হাযা মিম্মান তানালুহু মিনকা সালাওয়াতুন ওয়া রহমাতুন ওয়া মাগফিরাহ। আল্লাহুম্মাজ আল মাহইয়ায়া মাহইয়া মুহম্মাদিউ ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া মামাতী মামাতা মুহম্মাদনি ওয়া আলি মুহম্মাদ। আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা ইয়ামুন তাবার্রাকাত বিহি বানু উমাইয়্যাতা ওয়াবনু আকিলাতিল আকবাদিল্লাঈন ইবনুল্লাঈন আলা লিসানিকা ওয়া লিসানি নাবিয়্যেকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি) ফী কুল্লি মাওতিনিন ওয়া মাওক্বিফিন ওয়াক্বাফা ফিহি নাবিইয়্যুকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি) আল্লাহুম্মাল আন আবা সুফিয়ানা ওয়া মুআবিয়াতা ওয়া ইয়াযিদাবনা মুওয়াবিয়াতা আলাইহিম মিনকাল্লা'নাতু আবাদাল আবেদীন। ওয়া হাযা ইয়াওমুন ফারেহাত বিহি আলু যিয়াদিন ওয়া আলু মারওয়ানা বিক্বাতলিহিমুল হুসায়না সালাতুল্লাহি আলাইহি (আলাইহিস সালাম) আল্লাহুম্মা ফা-যায়িফ আলাইহিমুল্লা'না মিনকা ওয়াল আযাবাল আলিম।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আতাক্বার্রাবু ইয়ালকা ফী হাযাল ইওয়মি ওয়া ফি মাওকাফী হাযা ওয়া আইয়্যামি হায়াতী বিলবারাআতি মিনহুম ওয়াল লা'নাতি আলাইহিম ওয়া বিল মুওয়ালাতি লিনাবিয়্যীকা ওয়া আলি নাবিয়্যীকা (আলাইহি ওয়া) আলাইহিমুস সালাম।

অতঃপর একশতবার বলুন :

আল্লাহুম্মাল আন আউওয়ালা যালিমিন যালামা হক্কা মুহম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া আখেরা তাবেঈন লাহু আলা যালিক। আল্লাহুম্মাল আনিল ইসাবাতাল্লাতি (আল্লাযিনা) যাহাদাতিল হুসায়না ওয়া শায়াআত ওয়া বায়াআত আলা আলা কাতলিহি আল্লাহুম্মাল আনহুম জামিআন।

অতঃপর একশত বার বলুন :

আস সালামু আলাইকা ইয়া আবা আব্দিল্লাহি ওয়া আলাল আরওয়াহিল্লাতী হাল্লাত বিফিনাইক, আলাইকা মিন্নী সালামুল্লাহি আবাদান মা বাক্বীতু ওয়া বাক্বীয়াল্লায়লু ওয়ান্নাহার, ওয়লা জায়ালাহুল্লাহু আখিরাল আহদি মিন্নী লিযিয়ারাতিকুম (লিযিয়ারাতিকা)। আস সালামু আলাল হুসায়েন, ওয়া আলাল আলী ইবনিল হুসায়ন, ওয়া আলা আওলাদিল হোসায়েন, ওয়া আলা আসহাবিল হোসায়ন।

অতঃপর বলুন :

আল্লাহুম্মা খুসসা আনতা আউওয়ালা যালিমিন বিল্লা'নি মিন্নী ওয়াবদায়ু বিহি আউওয়ালান সুম্মাল আনিস সানী, ওয়াস সালিসা ওয়ার রাবিয়া। আল্লাহুম্মাল আন ইয়াযিদা খামিসা ওয়াল আন উবাইদাল্লাহিবনা যিয়াদিন ওয়াবনা মারযানাতা ওয়া উমারাবনা সাআদিন ওয়া শিমরা ওয়া আলা আবী যিয়াদিন ওয়া আলা মারওয়ানা ইলা এওমিল কিয়ামাহ।

সিজদায় গিয়ে বলুন :

আল্লাহুম্ম লাকাল হামদু হামদাশ শাকিরীনা লাকা আলা মুসাবিহিম, আলহামদু লিল্লাহি আলা আযীমি রাযিয়্যাতী, আল্লাহুম্মার যুক্বনী শাফাআতাল হুসায়নি ইয়াওমাল উরুদ, ওয়া সাব্বিস লী ক্বাদামা সিদকি ইন্দাকা মাআল হুসায়নি ওয়া আসহাবিল হুসায়ন, আল্লাযীনা বাযালু মুহাজাহুম দুনাল হুসায়নি আলাইহিস সালাম।

জিয়ারতে আশুরার বাংলা অনুবাদ

হে আবা আব্দুল্লাহ (ইমাম হুসাইন আ.'র উপাধি)! আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)'র সন্তান! আপনার প্রতি সালাম, হে আমিরুল মুমিনীনের সন্তান এবং মুসলমানদের অভিভাবক বা ওয়াসিকুলের নেতার সন্তান! আপনার প্রতি সালাম, হে বিশ্বের নারীকুল নেত্রীর সন্তান! আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহর নির্বাচিত (আল্লাহর সব কল্যাণকর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম হিসেবে) ও নির্বাচিত ব্যক্তির সন্তান! আপনার প্রতি সালাম। আপনার প্রতি সালাম যিনি আল্লাহর খুন তথা আল্লাহর(ধর্মের) জন্য বীরত্বপূর্ণভাবে যুদ্ধ করে শহীদ বা কুরবানি হয়েছেন এবং যিনি আল্লাহর জন্য কুরবানি হওয়া ব্যক্তির সন্তান এবং আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল ও বিদ্বেষ নিয়ে আপনার ওপর হামলা করা হয়েছিল।(আপনি ঐ মহান ব্যক্তি,যার নিজের ও পিতার রক্তের প্রতিশোধ এবং আপনার প্রতি অবিচার ও জুলুমের বিচার স্বয়ং প্রভুই গ্রহণ করবেন)

আপনার প্রতি সালাম এবং তাঁদের পবিত্র আত্মার প্রতি যাঁদের আত্মা আপনার পবিত্র আস্তানায় সমবেত হয়েছে ও আপনার সহযোগী ও সহগামী হয়েছে। আপনাদের সকলের (ইমাম ও তাঁর সাথীবর্গ) উপর অনন্তকাল যাবত আমার দরুদ ও সালাম। আপনাদের উপর আল্লাহর সালাম বর্ষিত হোক যতদিন আমি আছি, ও এই বিশ্বে দিবা-নিশির আবর্তন ঘটে। (আমি আপনাদের সবার জন্য চির-প্রশান্তি ও সুখ কামনা করছি আল্লাহর কাছে। হে আবা আব্দুল্লাহ! আল্লাহর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আপনার ওপর।

আমাদের ও প্রত্যেক খাঁটি মুসলমানের জন্য সেসব ঘটনা ছিল হৃদয়-বিদারক ও অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক ছিল যা আপনারা মোকাবেলা করেছেন। আপনাদের ওপর যেসব জুলুম ও অপরাধ চালানো হয়েছে আসমানে অবস্থানকারী সকলের জন্য তা ছিল চরম বেদনাময় ও মর্মস্পর্শী । তাই আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর যারা আপনাদের এবং রাসুল (সঃ) -এর আহলে বাইতের প্রতি অত্যাচারের ভিত্তি রচনা করেছে।

এ ছাড়াও আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর যারা আপনাদের যথার্থ অবস্থান[খেলাফত] গ্রহণে বাধা দিয়েছিল এবং প্রভু আপনাদের যে বিশেষ পদ দান করেছিলেন তা ছিনিয়ে নিয়েছে। যারা আপনাদের শহীদ করেছে ও এ কাজে উস্কানী দিয়েছে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহ! আমি আপনার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি এবং মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি তাদের দিক থেকে যারা আপনাদের হত্যায় দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী সরকারের প্রতি সম্মতি ও সমর্থন দিয়েছে । হে আবা আব্দুল্লাহ আমি ঐ সকল অত্যাচারী ও তাদের অনুসারী,অনুগামী ও সাথীদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে প্রভু ও আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আবা আব্দুল্লাহ! যারা আপনার সাথে বন্ধুত্ব করে আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের বন্ধু আর যারা আপনার সাথে যুদ্ধে (শত্রুতা) লিপ্ত হয়,আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করি। আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক জিয়াদের ও মারওয়ান বিন হিকামের বংশধরদের উপর। আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক বনি উমাইয়াদের উপর- চরম অভিশাপ, মার্জানার পুত্রের উপর প্রভুর অভিশাপ বর্ষিত হোক। ওমর সা'দের উপর প্রভুর অভিশাপ বর্ষিত হোক। শীমার জিল জৌশানের উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর অভিশাপ। ওদের সবার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। যারা ইমাম হুসাইন (আ.) -এর সাথে যুদ্ধের জন্য ঘোড়াদের সজ্জিত করেছিল এবং আপনাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিল। যারা আপনার সাথে যুদ্ধে অগ্রসরে প্রস্তুত হয়েছিল।

আমার বাবা মা আপনার জন্য উতসর্গীকৃত হোক, আপনার উপর আরোপিত অত্যাচার ও নৃশংসতার শোক সন্তার আমাদের হৃদয়কে অসহনীয় বেদনাতুর ও মর্মাহত করে তুলেছে। তাই যে প্রভু আপনার অবস্থানকে উন্নত করেছেন এবং আপনার ভালবাসার মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করেছেন, তাঁরই কাছে প্রার্থনা করি । হে প্রভু আমাকে এমন একদিনের সৌভাগ্য দাও যেদিন মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর আহলে বাইতগণ (আ.)'র সদস্য ইমাম হযরত মাহদী (আ.)-কে সহযোগিতা করে আপনার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম হতে পারি।

হে প্রভু! আমাকে ইমাম হুসাইন (আ.)'র [শাফায়াত ও ভালবাসার] মাধ্যমে আপনার কাছে পরকাল ও ইহকালে সম্মানিত ও সৌভাগ্যমন্ডিত কর । হে আবা আব্দুল্লাহ! আমি প্রভুর দরবারের নৈকট্য প্রার্থনা করি,একই সাথে হযরত রাসুল (সঃ),আমিরুল মুমেনীন (আ.),ফাতেমা (সা.),হাসান (আ.) ওআপনার নৈকট্য প্রার্থনা করি । এ নৈকট্য প্রার্থনার মাধ্যম হল আপনার প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব এবং আপনাদের আহলে বাইত (আ.)দের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচারের ভিত্তি রচয়িতাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন আরও ঘৃণা প্রদর্শন করি যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে। প্রভুর দরবারে ও আপনারা আল্লাহর

প্রতিনিধি,আপনাদের কাছে ঐ অত্যাচারী ও জালিম লোকদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছি। প্রভুর দরবারে প্রথমে নৈকট্য প্রার্থনা করি অতঃপর আপনাদের [আল্লাহর প্রতিনিধি]। আপনার প্রতি ভালবাসা ও আপনাদের বন্ধুদের প্রতি বন্ধুত্বের মাধ্যমে, এবং আপনাদের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে আর যারা আপনাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, আপনাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে,একই সাথে তাঁদের অনুসারী ও অনুগামীদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করি।

হে ইমাম যারা আপনাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তারা আমার বন্ধু আর যারা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে আমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। যারা আপনাদের সাথে বন্ধুত্ব করে আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করি। আর যারা আপনাদের সাথে শত্রুতা করে আমিও তাদের সাথে শত্রুতা করি।

তাই মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাকে আপনাদের বন্ধুত্বে ও যথার্থ পরিচিতির মাধ্যমে ধন্য করেন। একই সাথে আপনাদের শত্রুদের প্রতি সর্বদা ঘৃণা প্রদর্শনকে আমার জীবিকায় পরিণত করে দেন। আমাদেরকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতে আপনাদের সাহচর্য দান করেন এবং পৃথিবী ও পরকালে আপনাদের সত্য অবস্থানের পথে আমাকে সুদৃঢ় রাখেন।

পুনরায় প্রভুর কাছে আবেদন করি,আপনাদের জন্য নির্ধারিত 'মাহমুদ'অবস্থানে আমাকেও [ক্ষমতানুযায়ী] উত্তীর্ণ করেন। প্রভু যেন আমার সৌভাগ্যে রাখেন, যাতে আবির্ভাবকারী সত্যভাষী ইমাম মাহদী (আ.) -এর সাথে আপনাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে থাকতে পারি । প্রভুর দরবারে আপনাদের যথার্থ সম্মান ও নৈকট্যশীল অবস্থানের উসিলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি , আপনাদের অসহনীয় শোকে শোকাহত মূর্ছাহত হওয়ার সওয়াব প্রতি শোকাহতকে উত্তম সওয়াব দান করেন। আমাকেও যেন ঐ পুণ্য দান করেন। আপনাদের (আহলে বাইত) শোক মুসলিম বিশ্বকে বরং সমগ্র বিশ্ব আসমান ও জমিনের প্রতি ছিল অসহনীয় বেদনাতুর । আর শোকাহতদের প্রতি অসহনীয়। হে প্রভু আমি এখন যে অবস্থানে আছি আমাকে তাঁদের শান্তি অনুগ্রহ, ও ক্ষমা থেকে আমাকেও পরিতৃপ্ত কর । হে প্রভু আমি এখন যে অবস্থানে আছি আমাকে তাঁদের শান্তি অনুগ্রহ,ও ক্ষমা থেকে আমাকেও পরিতৃপ্ত কর।

হে প্রভু আমাকে মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইত(আ.)-এর ধর্মে জীবিত রাখ এবং ঐ আদর্শে মৃত্যুবরণ করাও।

হে প্রভু আজকের [আশুরা] এদিন,যেদিনে উমাইয়া বংশের কলিজা ভক্ষণকারী নারীর [হিন্দা] পুত্র ও অভিশপ্ত মুয়াবিয়ার অভিশপ্ত ও অপবিত্র পুত্র ইয়াজিদকে আপনার ভাষায় এবং আপনার রাসুল (সঃ) -এর ভাষায় [অভিসম্পাত কর] আপনার রাসুল (সঃ) যে সকল স্থান ও অবস্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন,(সকল স্থানে তাদেরকে অভিসম্পাতের মাধ্যমে স্মরণ করেছেন)।

হে প্রভু আবু সুফিয়ানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ কর ও তার পুত্র মু'য়াবিয়া এবং তার পুত্র ইয়াজিদ,এদের সকলের উপর অনন্ত অভিশাপ বর্ষণ কর।

আজকের [আশুরার] এদিন যে দিন আলে জিয়াদ বিন আবিহা ও আলে মারওয়ান বিন হিকাম যারা ইমাম হুসাইনকে (আ.) হত্যার মাধ্যমে আনন্দ করেছিল,হে প্রভু আপনিই আপনার অভিসম্পাত ও কঠিন শাস্তিকে তাদের উপর কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দাও।

হে প্রভু আমি আজকের এদিনে এই স্থানে ও জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ও জালিমদের উপর অভিসম্পাত ও শত্রুতা করি এবং আপনার নবী ও তাঁর আহলে বাইত (আ.)'র প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে আপনার নৈকট্য প্রার্থনা করি।

এরপর একশ বার বলতে হবে

হে প্রভু আপনি তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন যারা মুহাম্মদ ও তাঁর আহলে বাইতগন (আ.)'র প্রতি প্রথম জুলুম করেছে এবং সর্বশেষ জালিম যে,প্রথম জালিমকে তার জুলুমের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছে। হে প্রভু যে লোকেরা ইমাম হুসাইন (আ.) -এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল,তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ কর। আর তাদের অনুসারী অনুগামী ও তাদের আনুগত্য স্বীকারকারীদের প্রত্যেকের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর।

অতঃপর একশ বার পাঠ করবেন :

হে আবা আবদুল্লাহ! আপনার প্রতি ও আপনার পবিত্র সত্তার প্রতি সালাম,যে সত্তা সমাধিত হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে আল্লাহর সালাম অনন্তকাল ব্যাপী,যতদিন এই দিবা-নিশি অবিচল আছে। প্রভু যেন এ জিয়ারতকেই আমার জীবনের শেষ জিয়ারতে পরিণত

করে না দেন । ইমাম হুসাইন (আ.)'র সন্তানগণ ও ইমাম হুসাইন(আ.)'র সাথীদের প্রতি সালাম।

তারপর বলতে হবে :

হে প্রভু আমার অভিসম্পাতকে আহলে বাইত (আ.)'র উপর প্রথম অত্যাচারী জালিমের জন্য নির্ধারিত করে দাও, যে অত্যাচার দ্বারা সে অত্যাচারের সূচনা করেছিল । অতঃপর দ্বিতীয় অত্যাচারী, এরপর তৃতীয় অত্যাচারী, তারপর চতুর্থ জালিমের উপর [আমার অভিশাপ বর্ষণ কর]। হে প্রভু পঞ্চম ব্যক্তি ইয়াজিদের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর । আব্দুল্লাহ বিন জিয়াদ ও ইবনে মারজানাহ, ওমর বিন সা'দ, শীমার, আলে আবু সুফিয়ান,আলে জিয়াদ,আলে মারওয়ান,এদের সকলের উপর কিয়ামত পর্যন্ত অভিশাপ বর্ষণ কর। অতঃপর সিজদায় অবনত হয়ে বলতে হবে।

হে প্রভু আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের ন্যায়। আহলে বাইত (আ.) -এর শোকে আমি যে শোকার্ত আমার এ আজাদারী ও শোকানুভুতিতে আল্লাহর প্রশংসা। হে প্রভু যেদিন আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হব সেদিন ইমাম হুসাইন (আ.)'র শাফায়াত আমার ভাগ্যে রাখ। আর আপনার কাছে হুসাইন (আ.) ও তাঁর যে সকল সাথীরা খোদার পথে জীবন উৎসর্গ করেছে তাঁদের সাথে আমাকে আপনার কাছে সত্যে অবিচল রাখ।

বিপদ ও দুর্যোগ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া

এই দোয়াটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাতি বেহেশতের সর্দার ও শহীদদের নেতা ইমাম হোসাইন (সালামুল্লাহি আলাইহি)-এর পুত্র ইমাম আলী আল-যায়নুল আবেদীন (সালামুল্লাহি আলাইহি)-এর দোয়ার গ্রন্থ 'সাহীফা আস-সাজ্জাদিয়া'-এর ৭ম দোয়া। দোয়াটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

আর্বী টেক্সট

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

يَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَكارِهِ ، وَيَا مَنْ يُفْثَأُ بِهِ حَدُّ الشَّدائِدِ ، وَيَا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلىٰ رَوْحِ الْفَرَجِ ، ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعابُ ، وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبابُ ، وَجَرىٰ بِقُدْرَتِكَ الْقَضاءُ ، وَمَضَتْ عَلىٰ إِرادَتِكَ الْأَشْياءُ ، فَهِيَ بِمَشِيئَتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرَةٌ ، وَبِإِرادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ مُنْزَجِرَةٌ ، أَنْتَ الْمَدْعُوُّ لِلْمُهِمَّاتِ ، وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ فِي الْمُلِمَّاتِ ، لَايَنْدَفِعُ مِنْها إِلَّا ما دَفَعْتَ ، وَلَا يَنْكَشِفُ مِنْها إِلَّا ما كَشَفْتَ،

وَقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ ما قَدْ تَكَأَّدَنِي ثِقْلُهُ ، وَأَلَمَّ بِي ما قَدْ بَهَظَنِي حَمْلُهُ ، وَبِقُدْرَتِكَ أَوْرَدْتَهُ عَلَيَّ ، وَبِسُلْطانِكَ وَجَّهْتَهُ إِلَيَّ ، فَلا مُصْدِرَ لِما أَوْرَدْتَ ، وَلَا صارِفَ لِما وَجَّهْتَ ، وَلَا فاتِحَ لِما أَغْلَقْتَ ، وَلَا مُغْلِقَ لِما فَتَحْتَ ، وَلَا مُيَسِّرَ لِما عَسَّرْتَ ، وَلَا ناصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ،

فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْتَحْ لِي يَا رَبِّ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ؛ وَاكْسِرْ عَنِّي سُلْطانَ الْهَمِّ بِحَوْلِكَ ، وَأَنِلْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيما شَكَوْتُ ، وَأَذِقْنِي حَلاوَةَ الصُّنْعِ فِيما سَأَلْتُ ،وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَفَرَجاً هَنِيئاً ، وَاجْعَلْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجاً وَحِيّاً ، وَلَا تَشْغَلْنِي بِالاهْتِمامِ عَنْ تَعاهُدِ فُرُوضِكَ ، وَاسْتِعْمالِ سُنَّتِكَ،

فَقَدْ ضِقْتُ لِما نَزَلَ بِي يَا رَبِّ ذَرْعاً ، وَامْتَلَأْتُ بِحَمْلِ ما حَدَثَ عَلَيَّ هَمّاً ، وَأَنْتَ الْقادِرُ عَلىٰ كَشْفِ ما مُنِيتُ بِهِ ، وَدَفْعِ ما وَقَعْتُ فِيهِ ، فَافْعَلْ بِي ذٰلِكَ وَإِنْ لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَذَا الْمَنِّ الْكَرِيمِ ، فَأَنْتَ قادِرٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، آمِينَ رَبَّ الْعالَمِينَ.

বাংলা উচ্চারণ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইয়া মান তুহাল্লু বিহি উকাদুল মাকারিহ, ইয়া মান ইউফসায়ু বিহি হাদ্দুশ শাদাইদ, ইয়া মাই ইউলতামাসু মিনহুল মাখরাজু ইলা রাওহিল ফারাজ, যালিকা লেকুদরাতিকাস

সিআ'ব, ওয়া তাসাব্বাবাত বি লুতফিকাল আসবাব, ওয়া জারা বি-কুদরাতিকাল কাযা', ওয়া মাযাত আলা ইরাদাতিকাল আশাইয়া', ফা-হিয়া বি-মাশিয়্যাতিকা দুনা কাওলিকা মু'তামিরাহ, ওয়া বি-ইরাদাতিকা দুনা নাহয়িকা মুনযাজিরাহ, আনতাল মাদুয়্যু লিলমুহিম্মাত, ওয়া আনতাল মাফযায়ু ফীল মুলিম্মাত, লা ইয়ান্দাফিউ মিনহা ইল্লা মা দাফা'তা, ওলা য়্যানকাশিফু মিনহা ইল্লা মা কাশাফতা। ওয়াক্বাদ নাযালা বী ইয়া রাব্বী মা ক্বাদ তাকা'দানী সিক্বলুহু, ওয়া আলাম্মা বী মা ক্বাদ বাহাযানী হামলুহ, ওয়া-বী কুদরাতিকা আওরাদতাহু আলাইয়্যা, ওয়া-বী সুলতানিকা ওয়াজজাহতাহু ইলাইয়্যা, ফালা মুসদিরা লিমা আওরাদতা, ওয়া সারিফা লিমা ওয়াজজাহতা, ওয়া ফাতিহা লিমা আগলাক্বতা, ওয়ালা মুগলিকা লিমা ফাতাহতা, ওলা মুয়্যাসসিরা লিমা আসসারতা, ওয়ালা নাসিরা লিমান খাযালতা।

ফাসাল্লি আলা মুহম্মাদিউঁ ওয়া আলিহি ওয়াফতাহ লী ইয়া রাব্বাল ফারাজি বি-তাওলিক, ওয়াকসির আন্নী সুলতানাল হাম্মি বি-হাওলিক, ওয়াআনিলনী হুসনান নাযারি ফিমা শাকাওতু, ওয়া আযিকনী হালাওয়াতাস সুনয়ি ফিমা সাআলতুম ওয়াহাবলী মিল্লাদুনতা রাহমাতান ওয়া ফারাজান হানিয়া। ওয়াজ আল-লী মিন ইনদাকা মাখরাজান ওয়াহিয়্যা। ওয়া তাশগালনী বিল-ইহমিমামি আন তাআহুদি ফুরুযিক, ওয়সতিমালি সুন্নাতিক।

ফাক্বাদ যিকতু লিমা নাযালা বি ইয়া রাব্বি যারআন, ওয়ামতালা'তু বি হামলি মা হাদাসা আলাইয়্যা হাম্মা, ওয়া আনতাল ক্বাদিরু আলা কাশফি মা মুনিতু বিহ, ওয়া দাফয়ী মা ওয়াকা'তু ফীহ, ফাফআল বী যালিকা ওয়া ইললাম ইসতাওজিবহু মিনকা ওয়া যাল-আরশিল আযীম। ওয়া যাল-মান্নিল কারীম, ফাআনতা ক্বাদিরুন ইয়া আরহামার রাহিমীন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

বাংলা অনুবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হে যার মাধ্যমে অপছন্দনীয় জিনিসের গিঁটগুলো খুলে যায়! হে যার মাধ্যমে দুঃখকষ্টের তীব্রতাকে প্রশমিত করা হয়! হে যার কাছে কষ্ট লাঘবের আনন্দের দিকে বের হওয়ার আবেদন করা হয়! কঠিন বিষয়ও আপনার বশ্যতা স্বীকার করে আপনার মহাশক্তির কারণে, এবং কারণগুলো পরিণতি লাভ করে আপনার কোমলতার কারণে, এবং চূড়ান্ত রায় সংঘটিত হয় আপনার মহাশক্তির কারণে, এবং সব জিনিস এগিয়ে যায় আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী। ফলে আপনার কথা ছাড়াই [শুধু] আপনার ইচ্ছার মাধ্যমে তারা আপনার আদেশ মেনে চলে এবং আপনার নিষেধ ছাড়াই আপনার ঐশী ইচ্ছার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞাগুলো মেনে চলে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আপনার কাছেই দোয়া করা হয় এবং বিপর্যয়গুলোতে আপনিই আশ্রয়স্থল; কাউকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় না—যদি না আপনি তাড়িয়ে দেন, এবং কাউকে সরিয়ে দেওয়া হয় না— যদি না আপনি সরিয়ে দেন।

এবং অবশ্যই হে আমার প্রভু, আমার ওপর এমন জিনিস অবতীর্ণ হয়েছে যার ভার আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, এবং অবশ্যই আমার ওপর এসে পড়েছে এমন জিনিস যার বোঝা আমাকে চেপে ধরেছে। এবং আপনার মহাশক্তির মাধ্যমে তা আমার ওপর এনেছেন, এবং আপনার কর্তৃত্বের মাধ্যমে তা আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাই কেউ তা দূরে পাঠাতে পারবে না যা আপনি এনেছেন, এবং কেউ তা পরিবর্তন করতে পারবে না যা আপনি পাঠিয়েছেন, আর না তা কেউ খুলতে পারবে যা আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন, এবং না তা কেউ বন্ধ করতে পারবে যা আপনি খুলে দিয়েছেন, এবং কেউ তা সহজ করতে পারবে না যা আপনি কঠিন করেছেন, এবং তার কোন সাহায্যকারী নেই যাকে আপনি পরিত্যাগ করেছেন। তাই, কল্যাণ বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের ওপর, এবং আমার জন্য স্বস্তির দরজাকে খুলে দিন আপনার শক্তির মাধ্যমে,

এবং আমার কাছ থেকে উদ্বেগের কর্তৃত্বকে চূর্ণ করে দিন আপনার ক্ষমতার মাধ্যমে, এবং আমি যে অভিযোগ করি তার প্রতি দান করুন আপনার সুন্দর দৃষ্টি, এবং আমি যা চাই সেগুলোতে আমাকে কর্মের মিষ্টতার স্বাদ গ্রহণ করান, এবং আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন দয়া ও আনন্দদায়ক স্বস্তি, এবং আপনার কাছ থেকে আমার জন্য নির্ধারণ করুন দ্রুত বের হওয়ার ঐশী প্রেরণা! এবং আমাকে দুশ্চিন্তা দিয়ে কর্মব্যস্ত করবেন

না—যাতে তা আপনার ফরজগুলোর যত্ন নেওয়া এবং আপনার সুন্নাতগুলোর বাস্তবায়ন করা থেকে মনোযোগকে বিচ্ছিন্ন না করে।

এরপর অবশ্যই হে প্রভু, আমার ওপর যা এসেছে তা বহন করতে আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি, এবং আমার ওপর যা ঘটেছে তার চিন্তার বোঝায় আমি পূর্ণ হয়ে গেছি, কিন্তু আপনার শক্তি রয়েছে তা দূর করার যার মাধ্যমে আমি আক্রান্ত হয়েছি এবং আপনি তা তাড়িয়ে দিতে সক্ষম যা আমাকে আঘাত করেছে; তাই আমার জন্য তা-ই করুন—যদিও আমি আপনার কাছ থেকে তা পাওয়ার যোগ্য নই, হে গৌরবময় আরশের মালিক।

দোয়ায়ে তাওয়াসসুল

আর্বী টেক্সট

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

১. হযরত মুহম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)

اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَآلِه، يا اَبَاالْقاسِمِ، يَا رَسُولَ اللّٰه، يَا اِمامَ الرَّحْمَةِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، إِنَّا توَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰه، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَیْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰه، إِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَه.

২. হযরত আলী মুর্তাযা (আঃ)

يَا اَبَا الْحَسَنِ، يا اَميرَ الْمُؤْمِنينَ، يا عَلِیَّ بْنَ أَبيطالِبٍ، يا حُجَّةَ اللّٰه عَلى خَلْقِه، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، إِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللَه، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَیْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَه، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَه.

৩. হযরত ফাতেমা যাহরা (আঃ)

يا فاطِمَةُ الزَّهْراءُ، يا بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يا قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ، يا سَيِّدَتَنا وَمَوْلاتَنا، اِنَّا توَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكِ اِلَى اللّٰه، وَقَدَّمْناكِ بَيْنَ يَدَیْ حاجاتِنا، يا وَجيهَةً عِنْدَ اللَه، اِشْفَعى لَنا عِنْدَ اللَه.

৪. হযরত হাসান মুজতাবা (আঃ)

يا اَبا مُحَمَّدٍ، يا حَسَنَ بْنَ عَلِى، اَيُّهَا الْمُجْتَبى، يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ، يا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللهِ.

৫. হযরত হোসায়েন সাইয়্যেদুশ শুহাদা (আঃ)

يا اَبا عَبْداللهِ، يا حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍ، اَيُّهَا الشَّهيدُ، يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ، يا حُجَّةَ اللهِ عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ.

৬. হযরত যয়নূল আবেদীন (আঃ)

يا اَبَا الْحَسَنِ، يا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، يا زَيْنَ الْعابِدينَ، يَا بْنَ رَسُولِ اللّٰهِ، يا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ.

৭. হযরত মুহম্মাদ বাকের (আঃ)

يا اَبا جَعْفَرٍ، يا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِى، اَيُّهَا الْباقِرُ، يَا بْنَ رَسُولِ اللّٰهِ، يا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ.

৮. হযরত জাফর সাদিক (আঃ)

يا أَبا عَبْدِ اللّٰه، يا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَيُّهَا الصِّادقُ، يَا بْنَ رَسُولِ اللّٰه، يا حُجَّةَ اللّٰه عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰه، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰه، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰه.

৯. হযরত মুসা কাযিম (আঃ)

يا أَبَا الْحَسَنِ، يا مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ، أَيُّهَا الْكاظِمُ، يَا بْنَ رَسُولِ اللّٰه، يا حُجَّةَ اللّٰه عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰه، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰه، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰه.

১০. হযরত আলী রিযা (আঃ)

يا أَبَا الْحَسَنِ، يا عَلِيَّ بْنَ مُوسى، أَيُّهَا الرِّضا، يَا بْنَ رَسُولِ اللّٰه، يا حُجَّةَ اللّٰه عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، إِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰه، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰه، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰه.

১১. হযরত মুহম্মাদ তক্বী (আঃ)

يا اَبا جَعْفَرٍ، يا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِى، اَيُّهَا التَّقِىُّ الْجَوادُ، يَا بْنَ رَسُولِ اللّٰه، يا حُجَّةَ اللّٰه عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰه، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰه، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰه.

১২. হযরত আলী নক্বী (আঃ)

يا أَبَا الْحَسَنِ، يا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَيُّهَا الْهادِي النَّقِيُّ، يَا بْنَ رَسُولِ اللّٰهِ، يا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، إِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ.

১৩. হযরত হাসান আসকারী (আঃ)

يا أَبا مُحَمَّدٍ، يا حَسَنَ بْنَ عَلِى، أَيُّهَا الزَّكِىُّ الْعَسْكَرِىُّ، يَا بْنَ رَسُولِ اللّٰهِ، يا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، إِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ.

১৪. হযরত মাহদী আখেরুয যামান (আঃ)

يا وَصِىَّ الْحَسَنِ، وَالْخَلَفَ الْحُجَّةَ، اَيُّهَا الْقائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِىُّ، يَا بْنَ رَسُولِ اللّٰهِ، يا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلى خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَى اللّٰهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَىْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللّٰهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ.

তার পর নিজের কামনাকে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করো ইন্‌শাআল্লাহ আল্লাহ তায়া'লা কবুল করবেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তার পর এই দোওয়া পড়:

يا سادَتى وَمَوالِىَّ اِنَّى تَوَجَّهْتُ بِكُمْ أَئِمَّتى، وَعُدَّتى لِيَوْمِ فَقْرى وَحاجَتى اِلَى اللّٰهِ، وَتَوَسَّلْتُ بِكُمْ اِلَى اللّٰهِ، وَاسْتَشْفَعْتُ بِكُمْ إِلَى اللّٰهِ، فَاشْفَعُوا لى عِنْدَ اللّٰهِ، وَاسْتَنْقِذُونى مِنْ ذُنُوبى عِنْدَ اللّٰهِ، فَاِنَّكُمْ وَسيلَتى

اِلَى اللّٰه، وَبِحُبِّكُمْ وَبِقُرْبِكُمْ أَرْجُو نَجاةً مِنَ اللّٰه، فَكُونُوا عِنْدَ اللّٰه رَجائى، يا سادَتى يا أَوْلِياءَ اللّٰه، صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ، وَلَعَنَ اللّٰه أَعْداءَ اللّٰه ظالِميهِمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْاخِرِينَ، امينَ رَبَّ الْعالَمِينَ.

বাংলা উচ্চারণ

১. আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআ'লুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বি নাবিয়্যেকা নাবিয়্যির রাহমাতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি, ইয়া আবাল ক্বাসিমি ইয়া রাসূলাল্লাহি ইয়া ইমামার রাহমাতি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়াক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতিনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

২. ইয়া আবাল হাসানি ইয়া আমিরাল মো'মেনীনা ইয়া আলীয়্যাবনা আবি তালিব ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

৩. ইয়া ফাতেমাতুয যাহ্রায়ু ইয়া বিন্ত মুহম্মাদিন ইয়া কুর্রাতা আইনির রাসূলি ইয়া সাইয়্যেদাতানা ওয়া মাওলাতানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্সালনা বিকি ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকি বায়না য়্যাদায় হাজাতিনা। ইয়া ওয়াযিহাতান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফায়ী'লানা ইন্দাল্লাহি।

৪. ইয়া আবা মুহম্মাদিন ইয়া হাসানাব্না আলীয়ীন আইয়োহাল মুজতাবা ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

৫. ইয়া আবা আব্দিল্লাহে ইয়া হোসায়'নাব্না আলীয়ীন আইয়োহাশ শাহিদো ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

৬. ইয়া আবাল হাসান ইয়া আলীয়্যাবনাল হোসায়েন ইয়া যয়নাল আবেদীন ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

৭. ইয়া আবা জাফারিন ইয়া মুহাম্মাদাবনা আলীয়ীন আইয়োহাল বাক্বেরো, ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

৮. ইয়া আবা আব্দিল্লাহে ইয়া জা'ফারাব্না মুহম্মদীন আইয়োহাস সাদেকো ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া কাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

৯. ইয়া আবাল হাসানে ইয়া মুসাব্না জা'ফার আইয়োহাল কাজিমো ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

১০. ইয়া আবাল হাসানে ইয়া আলীয়াব্না মুসা আইয়োহার রেজা ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

১১. ইয়া আবা জা'ফার ইয়া মোহম্মদব্না আলীয়ীন আইয়োহাত তাক্বীয়ুল জাওয়াদো ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

১২. ইয়া আবাল হাসানে ইয়া আলীয়্যাব্না মুহম্মদীন আইয়োহাল হাদীয়ুন নক্বীয়ো ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না

তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

১৩. ইয়া আবা মুহম্মদিন ইয়া হাসানাবনা আলীয়ীন আইয়োহায যক্বীউল আস্কারী ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

১৪. ইয়া ওসীয়াল হাসানে ওয়াল খালাফাল হুজ্জাতা আইয়োহাল ক্বায়েমুল মুন্তাজারুল মাহদী ইয়াব্না রাসূলিল্লহি ইয়া হুজ্জাতুল্লাহি আলা খালক্বেহি, ইয়া সাইয়্যেদানা ওয়া মাওলানা ইন্না তাওয়াজ্জাহনা ওয়া ওয়াস তাশফা'না ওয়া তাওয়াস্ সালনা বিকা ইলাল্লাহি, ওয়া ক্বাদ্দামনাকা বায়না য়্যাদায় হাজাতেনা। ইয়া ওয়াযিহান ইন্দাল্লাহি ইশ্ফা'লানা ইন্দাল্লাহি।

তার পর নিজের কামনাকে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করো ইন্শাআল্লাহ আল্লাহ তায়া'লা কবুল করবেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তার পর এই দোওয়া পড়ঃ

ইয়া সাদাতী ওয়া মুওয়ালীয়্যা ইন্নী তাওয়াজ্জাহতু বিকুম আইয়িম্মাতী ওয়া উদ্দতী লি য়্যাওমি ফাক্বরী ওয়া হাজাতী ইলাল্লাহি, ওয়া তাওয়াস্ সালতু বিকুম ইলাল্লাহি, ওয়াস্তাশফা'তু বিকুম ইলাল্লাহি, ফাশফাউলী ইন্দাল্লাহি, ওয়াবি হুব্বিকুম ওয়াবি ক্বুরবিকুম আরযু নাজাতাম মিনাল্লাহি, ফাকুনু ইন্দাল্লাহি রাযায়ী ইয়া সাদাতী ইয়া আওলিয়া'ল্লাহি, সাল্লালাহু আলাইহীম আজমাঈনা ওয়া লা'আনাল্লাহু আ'দায়া'ল্লাহি জালিমীহীম মিনাল আওয়ালীনা ওয়াল আখিরীনা আমীনা রাব্বাল আলামীনা।

বাংলা অনুবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১. হযরত মুহম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)

হে (প্রতিপালক) আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অনুরোধ করছি আর তোমার দিকে মনযোগি হয়েছি তোমার নবী হযরত মুহম্মদ (স.)এর মাধ্যমে, হে আবুল ক্বাসিম! হে

আল্লাহর রসূল! হে রহমতের ইমাম! হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

২. হযরত আলী মুর্তাযা (আঃ)

হে আবুল হাসান! হে আমিরাল মো'মেনিন! হে আলী ইব্নে আবী তালিব! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের ইমাম! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

৩. হযরত ফাতেমা যাহরা (আঃ)

হে ফাতেমাতুয যাহরা (আ.)! হে (বিনতে মুহম্মদ) মুহম্মদ (স.)এর কন্যা! হে নবীর নয়নের শীতল! হে আমাদের নেত্রী! হে আমাদের অবিভাবিকা! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

৪. হযরত হাসান মুজতাবা (আঃ)

হে মুহম্মদের পিতা! হে হাসান ইবনে আলী! হে মুজতাবা! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

৫. হযরত হোসায়েন সাইয়্যেদুশ শুহাদা (আঃ)

হে আব্দুল্লাহ্‌র পিতা! হে হোসায়েন ইব্‌নে আলী! হে শহীদ! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

৬. হযরত যয়নূল আবেদীন (আঃ)

হে হাসানের পিতা! হে হোসায়েনের ছেলে আলী! হে জয়নুল আবদ্বীন! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

৭. হযরত মুহম্মাদ বাকের (আঃ)

হে জাফরের পিতা! হে আলীর ছেলে মুহম্মদ! হে বাকের! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

৮. হযরত জাফর সাদিক (আঃ)

হে আব্দুল্লাহ্‌র পিতা! হে মুহম্মদের ছেলে জাফর! হে সাদিক! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই,

আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

৯. হযরত মুসা কাযিম (আঃ)

হে হাসানের পিতা! হে জাফরের পুত্র মুসা! হে কাজিম! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

১০. হযরত আলী রিযা (আঃ)

হে হাসানের পিতা! হে মুসার পুত্র আলী! হে রেজা! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

১১. হযরত মুহম্মাদ তক্বী (আঃ)

হে জাফরের পিতা! হে আলীর পুত্র মুহম্মদ! হে তক্বিউল জওয়াদ! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

১২. হযরত আলী নক্বী (আঃ)

হে হাসানের পিতা! হে মুহম্মদের পুত্র আলী! হে হাদীউন্ নক্বী! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

১৩. হযরত হাসান আসকারী (আঃ)

হে মুহম্মদের পিতা! হে আলীর পুত্র হাসান! হে জকীউল আসকারী! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

১৪. হযরত মাহ্দী আখেরুয যামান (আঃ)

হে হাসানের ওসী এবং স্থলাভিষিক্ত "হুজ্জত"! হে আল-ক্বায়েমুল মুন্তাজারুল মাহ্দী! হে রসূলের পুত্র! হে আল্লাহর (হুজ্জত) প্রমাণ! তাঁর বান্দাদের উপর, হে আমাদের (ইমাম) নেতা! হে আমাদের (মাওলা) অবিভাবক! আমরা আপনার দিকে নিবিষ্ট হয়ে শাফায়া'ত চাই, আপনাকে আল্লাহর নিকটে ওসিলা বানিয়ে আমরা নিজের কামনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি, "হে আল্লাহর দরবারের প্রিয় ও সম্মানিয়! খোদার নিকটে আমাদের জন্য শাফায়া'ত করুন।"

তার পর নিজের কামনাকে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করো ইন্শাআল্লাহ আল্লাহ তায়া'লা কবুল করবেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তার পর এই দোওয়া পড়ঃ

হে আমার অবিভাবক ও আমার কর্তা, নিজেকে তোমাদের দিকে নিবিষ্ট করেছি। আমার অভাবে ও প্রয়োজনের (ক্বেয়ামতের) দিনে আল্লাহর নিকটে আমাকে পাথেয় দিয়ে সাহায্য করুন, আল্লাহর নিকটে আপনাদের (ওসীলা) মাধ্যম বানিয়েছি, আল্লাহর নিকটে আপনাদের শাফায়াতকারী বানিয়েছি, আল্লাহর নিকটে আমাদের শাফায়াত করুন এবং আল্লাহর নিকটে আমাকে আমার পাপ সমূহ থেকে মুক্তি দান করুন। কেন না আল্লাহর পথে আপনারা আমার মাধ্যম (ওসীলা), আমি আপনাদের প্রেমের দ্বারা ও আপনাদের নৈকট্যের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে মুক্তির আশা রাখি। অতএব হে আমার নেতা হে আল্লার অলীগণ (বন্ধু ও প্রিয় বান্দা)-আল্লাহর দরুদ সর্বদা তাদের উপর বর্ষণ হোক- আল্লাহর নিকটে আমার জন্য আশার কারণ হয়ে থেকো, আর আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তাদের (আহলেবায়েত (আ.)-এর) শত্রুদের প্রথম ব্যক্তি থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ সকলের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ হোক। আমীন হে বিশ্বের পতিপালক।

দোয়া - এ - ফারাজ

আর্বী টেক্সট

إِلٰهِی عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفاءُ، وَانْكَشَفَ الْغِطاءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ، وَضاقَتِ الْأَرْضُ، وَمُنِعَتِ السَّماءُ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعانُ، وَ إِلَيْكَ الْمُشْتَكىٰ، وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أُولِی الْأَمْرِ الَّذِينَ فَرَضْتَ عَلَيْنا طاعَتَهُمْ ، وَعَرَّفْتَنا بِذٰلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ، فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلاً قَرِيباً كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ.

يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِیُّ، يَا عَلِیُّ يَا مُحَمَّدُ اكْفِيانِی فَإِنَّكُما كافِيانِ، وَانْصُرانِی فَإِنَّكُما ناصِرانِ.

يَا مَوْلانا يَا صاحِبَ الزَّمانِ، اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ، اَدْرِكْنِى اَدْرِكْنِى اَدْرِكْنِى، اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ، اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.

বাংলা উচ্চারণ :

ইলাহী আযুমাল বালা, ওয়া বারিহাল খ্বাফা, ওয়ান কাশাফাল গ্বিতা, ওয়ান ক্বাতায়ার রাযা, ওয়াযা ক্বতিল আরযু ওয়া মুনিয়াতিস সামা, ওয়া আনতাল মুসতায়ানু ওয়া ইলাইকাল মুশতাকা, ওয়া আলাইকাল মাউওয়ালু ফিশশিদ্দাতি ওয়ার রাখা, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ, উলিল আমরিল লাযীনা ফারাযতা আলাইনা ত্বায়াতাহুম, ওয়া আররাফতানা বিযালিকা মানযিলাতাহুম, ফাফাররিজ আন্না বিহাক্কিহিম ফারাজান আজিলান ক্বারিবা, কালামহিল বাসারি আও হুয়া আক্বরাব। ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া আলী, ইয়া আলীয়ু ইয়া মুহাম্মাদ, ইকফিয়ানি ফাইন্নাকুমা কাফিয়ান, ওয়ান সুরানি ফাইন্না কুমা নাসিরান।

ইয়া মাওলানা ইয়া সাহেবায যামান, আল গাওস, আল গাওস, আদরিকনি, আদরিকনি, আসসায়াত, আসসায়াত, আসসায়াত, আল আজাল, আল আজাল আল আজাল, ইয়া আরহামার রাহিমীন বিহাক্বক্বি মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলিহীত ত্বাহিরীন।

خدایا گرفتاری بزرگ شد و پوشیده بر ملأ گشت و پرده کنار رفت و امید بریده گشت و زمین تنگ شد و خیرات آسمان دریغ شد و پشتیبان تویی و شکایت تنها به جانب تو است، در سختی و آسانی تنها بر تو اعتماد است،

خدایا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست آن صاحبان فرمانی که اطاعتشان را بر ما فرض نمودی و به این سبب مقامشان را به ما شناساندی، پس به حق ایشان به ما گشایش ده، گشایشی زود و نزدیک همچون چشم بر هم نهادن یا زودتر،

ای محمّد و ای علی، ای علی و ای محمّد، مرا کفایت کنید که تنها شما کفایت‌کنندگان منید و یاری‌ام دهید که تنها شما یاری‌کنندگان منید،

বংলা অনুবাদ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হে আমার প্রতিপালক! অনেক বড় বালা মসিবত (বিপদ) এসেছে এবং সব ধরণে গোপন প্রকাশ পেয়েছে, সব ধরণের পর্দা সরে গিয়েছে, সব আশার (রশি) ছিঁড়ে গিয়েছে (ভুমন্ডলি) সংকূর্ণ হয়েগিয়েছে, আর আসমান (বর্ষণ) সদাচারণ রুদ্ধ করেছে। সাহায্যকারী তুমি আর শুধুমাত্র তোমার কাছেই অভিযোগ করা হয়, কষ্টে (অভাবে) এবং সুবিধায় (সচ্ছলতায়) তোমার উপরে বিশ্বাস করা যায়।

হে প্রতিপালক! নবী ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর, তাঁরা সেই ব্যক্তিবর্গ যাঁদের অনুসরণ আমাদের উপর ওয়াজিব (ফরয) করেছো, এবং তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদা (মারেফাত)কে আমাদেরকে পরিচয় করিয়েছো, অতএব তাঁদের ওসিলায় (মাধ্যমে) আমাদের সমস্যাকে দূর করে দিন, দ্রুত, অতি সত্বর এখুনি একপলকের মধ্যে বার তার থেকেও দ্রুত।

হে মুহম্মাদ হে আলী! হে আলী হে মুহম্মাদ! আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করুন কেন না কেবলমাত্র আপনারা আমাদের পর্যাপ্ততা দানকারী, আর আমাদের সাহায্য করুন কেন না কেবলমাত্র আপনারা আমাদের সাহায্যকারী, হে আমার অবিভাবক হে যুগের ইমাম! আর্তনাদে সাহায্য করুন, আর্তনাদে সাহায্য করুন, আর্তনাদে সাহায্য করুন, আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে সাহায্য করুন, এখুনি এখুনি এখুনি, দ্রুত দ্রুত দ্রুত, হে সর্বোত্তম ও সব থেকে বেশি দয়ালু মুহম্মাদ এবং তার পবিত্র বংশধরের ওসিলায় (আমাদের উপর দয়া করুন)।

ای مولای ما ای صاحب زمان، فریادرس، فریادرس، فریادرس، مرا دریاب، مرا دریاب، مرا دریاب، اکنون، اکنون، اکنون، با شتاب، با شتاب، با شتاب، ای مهربان‌ترین مهربانان به حق محمّد و خاندان پاک او.

হাদীসে কেসার

আরবী টেক্সট

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

عَنْ فاطِمَةَ الزَّهْرآءِ عَلَيْهَا السَّلامُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قالَ سَمِعْتُ فاطِمَةَ اَنَّها قالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ اَبى رَسُولُ اللَّهِ فى بَعْضِ الاْيّام فَقالَ السَّلامُ عَلَيْكِ يا فاطِمَةُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلامُ قالَ اِنّى اجِدُ فى بَدَنى ضُعْفاً فَقُلْتُ لَهُ اُعيذُكَ بِاللَّهِ يا اَبَتاهُ مِنَ الضُّعْفِ فَقالَ يا فاطِمَةُ ايتينى بِالْكِساَّءِ الْيَمانى فَغَطِّينى بِهِ فَاَتَيْتُهُ بِالْكِساَّءِ الْيَمانى فَغَطَّيْتُهُ بِهِ وَصِرْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاِذا وَجْهُهُ يَتَلاَلَؤُ كَاَنَّهُ الْبَدْرُ فى لَيْلَةِ تَمامِهِ وَكَمالِهِ فَما كانَتْ اِلاَّ ساعةً وَاِذا بِوَلَدِىَ الْحَسَنِ قَدْ اَقْبَلَ وَقالَ السَّلامُ عَلَيْكِ يا اُمَّاه فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلامُ يا قُرَّةَ عَيْنى وَثَمَرَةَ فُؤادى فَقالَ يا اُمَّاه اِنّى اشَمُّ عِنْدَكِ رائِحَةً طَيِّبَةً كَاَنَّها رائِحَةُ جَدّى رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ اِنَّ جَدَّكَ تَحْتَ الْكِساَّءِ فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْكِساَّءِ وَقالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يا جَدَّاه يا رَسُولَ اللَّهِ اَتَاْذَنُ لى اَنْ اَدْخُلَ مَعَكَ تَحْتَ الْكِساَّءِ فَقالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ يا وَلَدى وَياصاحِبَ حَوْضى قَدْ اَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَعَهُ تَحْتَ الْكِساَّءِ فَما كانَتْ اِلاَّ ساعةً وَاِذا بِوَلَدِىَ الْحُسَيْنِ قَدْ اَقْبَلَ وَقالَ السَّلامُ عَلَيْكِ يا اُمَّاه فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلامُ يا وَلَدى وَيا قُرَّةَ عَيْنى وَثَمَرَةَ فُؤادى فَقالَ لى يا اُمَّاه اِنّى اَشَمُّ عِنْدَكِ رائِحَةً طَيِّبَةً كَاَنَّها رائِحَةُ جَدّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ اِنَّ جَدَّكَ وَاَخاكَ تَحْتَ الْكِساَّءِ فَدَنَى الْحُسَيْنُ نَحْوَ الْكِساَّءِ وَقالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يا جَدَّاه اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَنِ اخْتارَهُ اللَّهُ اَتَاْذَنُ لى اَنْ اَكُونَ مَعَكُما تَحْتَ الْكِساَّءِ فَقالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ يا وَلَدى وَيا شافِعَ اُمَّتى قَدْ اَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَعَهُما تَحْتَ الْكِساَّءِ فَاَقْبَلَ عِنْدَ ذلِكَ اَبُوالْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ اَبى طالِبٍ وَقالَ السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلامُ يا اَبَ الْحَسَنِ وَ يا اَميرَ الْمُؤْمِنينَ فَقالَ يا

فاطِمَةُ اِنّی اشَمُّ عِنْدَكِ رائِحَةً طَيِّبَةً كَاَنَّها رَاَّئِحَةُ اَخى وَابْنِ عَمّى رسُولِ اللّه فَقُلْتُ نَعَمْ ها هُوَ مَعَ وَلَدَيْكِ تَحْتَ الْكِساَّءِ فَاَقْبَلَ عَلِىٌّ نَحْوَ الْكِساَّءِ وَقالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللّه اَتَاْذَنُ لى اَنْ اَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِساَّءِ قالَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلامُ يا اَخى يا وَصِيّى وخَليفَتى وَصاحِبَ لِوائى قَدْ اَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ عَلِىٌّ تَحْتَ الْكِساَّءِ ثُمَّ اَتَيتُ نَحْوَ الْكِساَّءِ وَقُلْتُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبَتاهُ يا رَسُولَ اللّه اَتَاْذَنُ لى اَن اَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِساَّءِ قالَ وَعَلَيْكِ السَّلامُ يا بِنْتى وَيا بَضْعَتى قَدْ اَذِنْتُ لَكِ فَدَخَلْتُ تَحْتَ الْكِساَّءِ فَلَمَّا اكْتَمَلْنا جَميعاً تَحْتَ الْكِساَّءِ اَخَذَ اَبى رَسُولُ اللّه بِطَرَفَىِ الْكِساَّءِ وَاَوْمَئَ بِيَدِهِ الْيُمْنى اِلَى السَّماَّءِ وَقالَ اَللّهُمَّ اِنَّ هؤُلاَّءِ اَهْلُ بَيْتى وَخاَّصَّتى وَحاَّمَّتى لَحْمُهُمْ لَحْمى وَدَمُهُمْ دَمى يُؤْلِمُنى ما يُؤْلِمُهُمْ وَيَحْزُنُنى ما يَحْزُنُهُمْ اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عاداهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ اَحَبَّهُمْ اِنَّهُمْ مِنّى واَ نا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَواتِكَ وَبَرَكاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرانَكَ وَرِضْوانَكَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ وَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهيراً فَقالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ يا مَلاَّئِكَتى وَيا سُكَّانَ سَمواتى اِنّى ما خَلَقْتُ سَماَّءً مَبْنِيَّةً وَلا اَرْضاً مَدْحِيَّةً وَلا قَمَراً مُنيراً وَلا شَمْساً مُضيَّئَةً وَلا فَلَكاً يَدُورُ وَلا بَحْراً يَجْرى وَلا فُلْكاً يَسْرى اِلاَّ فى مَحَبَّةِ هؤُلاَّءِ الْخَمْسَةِ الَّذينَ هُمْ تَحْتَ الْكِساَّءِ فَقالَ الاْمينُ جِبْراَّئيلُ يا رَبِّ وَمَنْ تَحْتَ الْكِساَّءِ فَقالَ عَزَّوَجَلَّ هُمْ اَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسالَةِ هُمْ فاطِمَةُ وَاَبُوها وَبَعْلُها وَبَنُوها فَقالَ جِبْراَّئيلُ يا رَبِّ اَتَاْذَنُ لى اَنْ اَهْبِطَ اِلَى الاْرْضِ لاَِكُونَ مَعَهُمْ سادِساً فَقالَ اللّهُ نَعَمْ قَدْ اَذِنْتُ لَكَ فَهَبَطَ الاْمينُ جِبْراَّئيلُ وَقالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللّهِ الْعَلِىُّ الاْعْلى يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالاْكْرامِ وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتى وَجَلالى اِنّى ما خَلَقْتُ سَماَّءً مَبْنِيَّةً وَلا اَرْضاً مَدْحِيَّةً وَل قَمَراً مُنيراً وَلا شَمْساً مُضيَّئَةً وَلا فَلَكاً يَدُورُ وَلا بَحْراً يَجْرى وَل فُلْكاً يَسْرى اِلاّ لاَِجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ

اَذِنَ لی اَنْ اَدْخُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَاْذَنُ لی یا رَسُولَ اللَّهِ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلامُ یامَینَ وَحْیِ اللَّهِ اِنَّهُ نَعَمْ قَدْ اَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ جِبْرائَیلُ مَعَنا تَحْتَ الْكِساَّءِ فَقالَ لابی اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَوْحی اِلَیْكُمْ یَقُولُ اِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهیراً فَقالَ عَلِیٌّ لابی یا رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِرْنی ما لِجُلُوسِنا هذا تَحْتَ الْكِساَّءِ مِنَ الْفَضْلِ عِنْدَ اللَّهِ فَقالَ النَّبِیُّ وَالَّذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِیّاً وَاصْطَفانی بِالرِّسالَةِ نَجِیّاً ما ذِكرَ خَبَرُنا هذا فی مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ اَهْلِ الارْضِ وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ شیعَتِنا وَمُحِبِّینا الاَّ وَنَزَلَتْ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلاَّئِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اِلی اَنْ یَتَفَرَّقُوا فَقالَ عَلِیٌّ اِذاً وَاللَّهِ فُزْنا وَ فازَ شیعَتُن وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقالَ النَّبِیُّ ثانیاً یا عَلِیُّ وَالَّذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِیّاً وَاصْطَفانی بِالرِّسالَةِ نَجِیّاً ما ذِكرَ خَبَرُنا هذا فی مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ اَهْلِ الارْضِ وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ شیعَتِنا وَمُحِبِّینا وفیهِمْ مَهْمُومٌ اِلاَّ وفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ وَلا مَغْمُومٌ اِلاَّ وكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلا طالِبُ حاجَةٍ اِلاَّ وقَضَی اللَّهُ حاجَتَهُ فَقالَ عَلِیٌّ اِذاً وَاللَّهِ فُزْنا وَسُعِدْنا وَكَذلِكَ شیعَتُنا فازُوا وَسُعِدُوا فِی الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَة

বাংলা অনুবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
চাদরের এ হাদীসটি দো'আ কবুলের এমনই এক সফল উপায় যে এর সত্যতা সম্পর্কে পাঠকের ও সংরক্ষণকারীর মনে কোন সন্দেহ থাকে না। এটি আল্লাহর দাসদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে এক অকাট্য দলীল।

হাদীস আল-কিসা (চাদরের হাদীস)

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.) থেকে জাবির ইবনে আব্দিল্লাহিল আনসারী বর্ণনা করেন, আমি হযরত ফাতিমাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:"একদিন আমার পিতা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার ঘরে এলেন, অতঃপর বললেন, 'তোমার উপর সালাম, হে ফাতিমা।'

আমি বললাম, 'আপনার উপরও সালাম।'
তিনি বললেন, 'আমি আমার শরীরে দুর্বলতা অনুভব করছি।'
আমি বললাম, 'হে আব্বাজান! আমি এ দুর্বলতা থেকে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।'
তিনি বললেন, 'হে ফাতিমা, আমার কাছে ইয়েমেনী চাদরটি নিয়ে এসো আর তা দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও।'
আমি ইয়েমেনী চাদরটি এনে তাঁকে তা দিয়ে ঢেকে দিলাম এবং আমি তাঁর দিকে তখন তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চেহারা পূর্ণিমার রাতের পূর্ণ চাঁদের মত জ্বলজ্বল করছে। মুহূর্তও পার হয় নি আমার সন্তান হাসান এলো। সে কাছে এসে বললো, 'আম্মাজান, আপনার উপর সালাম।'
আমি বললাম, 'তোমার উপরও সালাম হে আমার চোখের শান্তি এবং হৃদয়ের ফল।'
সে বললো, 'আম্মাজান, আমি আপনার কাছে একটি পবিত্র সুঘ্রাণ পাচ্ছি যেন তা আমার নানা রসূলুল্লাহরই সুগন্ধ।'
আমি বললাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমার নানাজান এ চাদরের নিচে রয়েছেন।'
এরপর হাসান চাদরের কাছে গেলো এবং বললো, 'হে নানাজান, হে আল্লাহর রসূল, আপনার উপর সালাম, আপনি আমাকে আপনার সাথে চাদরের নিচে প্রবেশের অনুমতি দেবেন কি?'
তিনি বললেন, 'তোমার উপরও সালাম, হে আমার সন্তান এবং হে আমার হাউযের (কাউছার) মালিক। অবশ্যই আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।'
অতঃপর সে তাঁর সাথে চাদরের নিচে প্রবেশ করলো।
মুহূর্তও পার হলো না, আমার সন্তান হোসেইন আমার কাছে এলো এবং বললো, 'আম্মাজান, আপনার উপর সালাম।'
আমি বললাম, 'তোমার উপরও সালাম, হে আমার সন্তান, হে আমার চোখের শান্তি ও আমার হৃদয়ের ফল।'

সে বললো, 'আম্মাজান, আমি আপনার কাছে একটি পবিত্র সুঘ্রাণ পাচ্ছি যেন তা আমার নানা রসূলুল্লাহরই সুগন্ধ।'
আমি বললাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমার নানাজান ও তোমার ভাই চাদরের নিচে রয়েছেন।'
এরপর হোসেইন চাদরের কাছে গেল এবং বললো, 'আপনার উপর সালাম, হে নানাজান, হে যাকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন, আপনি কি আমাকে আপনাদের দু'জনের সাথে চাদরের নিচে প্রবেশের অনুমতি দেবেন?'
তিনি বললেন, 'তোমার উপরও সালাম, হে আমার সন্তান এবং হে আমার উম্মতের শাফায়াতকারী, অবশ্যই তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।'
এরপর সে তাঁদের দু'জনের সাথে চাদরের নিচে প্রবেশ করলো। মুহূর্তও পার হলো না, হাসানের পিতা আলী ইবনে আবি তালিব এলেন এবং বললেন, 'সালাম আপনার উপর, হে আল্লাহর রাসূলের কন্যা।'
আমি বললাম, 'আপনার উপরও সালাম, হে হাসানের পিতা এবং হে আমিরুল মোমিনীন।'
তিনি বললেন, 'হে ফাতিমা, নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে একটি পবিত্র সুঘ্রাণ পাচ্ছি যেন তা আমার ভাই ও আমার চাচার সন্তান আল্লাহর রাসূলেরই সুগন্ধ।'
আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তিনি আপনার সন্তানদের সাথে এ চাদরের নিচে রয়েছেন।'
এরপর আলী চাদরের কাছে গেলেন এবং বললেন, 'আপনার উপর সালাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন যেন আপনাদের সাথে আমিও চাদরের নিচে একজন হতে পারি?'
তিনি তাকে বললেন, 'তোমার উপরও সালাম হে আমার ভাই এবং হে আমার অসিয়ত সম্পাদনকারী ও আমার প্রতিনিধি এবং আমার পতাকাবাহক, অবশ্যই আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।'
এরপর আলী চাদরের নিচে প্রবেশ করলেন।
এরপর আমি চাদরের কাছে গেলাম এবং বললাম, 'আপনার উপর সালাম হে আব্বাজান, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন যেন আমি আপনাদের সাথে চাদরের নিচে একজন হতে পারি?'
তিনি বললেন, 'তোমার উপরও সালাম, হে আমার কন্যা এবং হে আমার দেহের টুকরা, অবশ্যই তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।'
তারপর আমরা যখন চাদরের নিচে সবাই একত্র হলাম, আমার পিতা আল্লাহর রসূল চাদরের দুই প্রান্ত ধরলেন এবং তাঁর ডান হাত আকাশের দিকে উঁচু করলেন এবং বললেন,

'হে আমার আল্লাহ, নিশ্চয়ই এরাই আমার আহলে বাইত এবং আমার সবচাইতে বিশ্বস্ত ও আমার সমর্থক, এদের গোশত আমার গোশত এবং এদের রক্ত আমার রক্ত, যারা তাদের কষ্ট দেয় তারা আমাকেও কষ্ট দেয় এবং যারা তাদেরকে দুঃখ দেয় তারা আমাকেই দুঃখ দেয়, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আমি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করি যারা তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করে; এবং আমি তাদের শত্রুযারা তাদের সাথে শত্রুতা করে; এবং তাদেরকে ভালবাসি যারা তাদেরকে ভালবাসে, নিশ্চয়ই তারা আমার থেকে এবং আমি তাদের থেকে।
অতএব আপনার দরুদ ও আপনার বরকত ও আপনার রহমত ও আপনার মাগফেরাত ও আপনার সন্তুষ্টি বর্ষণ করুন আমার উপর ও তাদের উপর এবং তাদের কাছ থেকে অপবিত্রতা দূরে রাখুন ও তাদেরকে পূতঃপবিত্র রাখুন'।

তারপর আল্লাহ বললেন, 'আমার মহাক্ষমতা ও গৌরবের কসম, হে আমার ফেরেশতারা ও আমার আকাশসমূহের বাসিন্দারা, নিশ্চয়ই আমি সুদৃঢ় আকাশ ও প্রশস্ত জমি ও নূর বিকিরণকারী চাঁদ ও প্রজ্বলিত সূর্য ও ঘূর্ণায়মান গ্রহ-নক্ষত্র ও প্রবহমান সমুদ্র ও চলমান নৌকা, আর কিছু নয় শুধু এ পাঁচজনের ভালবাসার খাতিরেই সৃষ্টি করেছি যারা এ চাদরের নিচে রয়েছে।'

এরপর বিশ্বস্ত জিবরাইল বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, কারা এ চাদরের নিচে রয়েছেন?'
তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বললেন, 'আমার মহাক্ষমতা ও গৌরবের কসম, তারাই নবুয়্যাতের আহলে বাইত ও রিসালাতের উৎস স্থান, তাঁরা হলো ফাতিমা ও তার পিতা এবং তার স্বামী ও তার পুত্ররা।'
জিবরাইল বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন যাতে পৃথিবীতে অবতরণ করে তাঁদের সাথে ৬ষ্ঠ জন হতে পারি?'
আল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে অনুমতি দিলাম'।
এরপর বিশ্বস্ত জিবরাইল নেমে আসলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, উচ্চদের চাইতে উচ্চ আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং শুভেচ্ছা ও সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ 'আমার মহাক্ষমতা ও আমার গৌরবের কসম, নিশ্চয়ই আমি সুদৃঢ় আকাশ ও প্রশস্ত জমি ও নূর বিকিরণকারী চাঁদ ও প্রজ্বলিত সূর্য ও ঘূর্ণায়মান

গ্রহ-নক্ষত্র ও প্রবহমান সমুদ্র ও চলমান নৌকা সৃষ্টি করেছি আর কোন কিছুর জন্য নয় শুধুই আপনাদের কারণে ও আপনাদের ভালবাসার খাতিরে' এবং তিনি আপনাদের সাথে চাদরের নিচে যোগ দিতে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে অনুমতি দেবেন কি?'

আল্লাহর রসূল বললেন, 'তোমার উপরও সালাম, হে আল্লাহর ওহীর বিশ্বস্ত বাহক, হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে অনুমতি দিলাম'।

এরপর জিবরাইল আমাদের সাথে চাদরের নিচে প্রবেশ করলেন, ও আমার বাবাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের উদ্দেশ্যে ওহী করেছেন, বলেছেনঃ "...নিশ্চয়ই আল্লাহ চান (হে) আহলে বায়েত তোমাদের কাছ থেকে সব অপবিত্রতা দূরে রাখতে ও তোমাদেরকে পূতঃপবিত্র রাখতে।"

তখন আলী আমার বাবাকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, আমাকে জানান চাদরের নিচে আমাদের এই সমাবেশ আল্লাহর কাছে কি মর্যাদা রাখে?।'

নবী (সাঃ) বললেন, 'যিনি আমাকে সত্যসহ নবী হিসাবে জাগিয়েছেন এবং তাঁর রিসালাতের মাধ্যমে আমাকে নির্বাচিত করেছেন, একান্তে জানিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের এ সংবাদ পৃথিবীর বাসিন্দাদের সমাবেশগুলোর কোন এক সমাবেশে স্মরণ করে এবং সেখানে থাকে আমাদের অনুসারীদের একদল ও আমাদের প্রেমিকেরা তবে অবশ্যই তাদের উপর রহমত নাযিল হবে ও তাদেরকে ফেরেশতারা ঘিরে থাকবে ও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হবে'।

আলী (আ.) বললেন, 'তাহলে তো আল্লাহর কসম আমরা সফলতা লাভ করেছি এবং কাবার রবের কসম আমাদের অনুসারীরাও সফলতা লাভ করেছে।'

এরপর আমার বাবা আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, 'হে আলী, যিনি আমাকে সত্যসহ নবী হিসাবে জাগিয়েছেন এবং রিসালাতের মাধ্যমে আমাকে নির্বাচিত করেছেন, একান্তে জানিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের এ সংবাদ পৃথিবীর বাসিন্দাদের সমাবেশগুলোর কোন এক সমাবেশে স্মরণ করে এবং সেখানে থাকে আমাদের অনুসারীদের একদল ও আমাদের প্রেমিকেরা এবং যদি সেখানে কেউ থাকে দুঃশ্চিন্তাযুক্ত তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে দুঃশ্চিন্তামুক্ত করবেন এবং কেউ যদি দুঃখী থাকে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার দুঃখ দূর করে দিবেন এবং কেউ যদি কোন কিছুর প্রয়োজন অনুভব করে তাহলে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন।'

তখন আলী (আঃ) বললেন, 'তাহলে তো আল্লাহর কসম আমরা সফলতা লাভ করেছি এবং সৌভাগ্যবান হয়েছি এবং কাবার রবের কসম আমাদের অনুসারীরাও সফল হয়েছে ও সৌভাগ্যবান হয়েছে- এ দুনিয়াতে এবং আখেরাতে'।"

পাঁচ ওয়াক্তের নামাযান্তের যিয়ারতের বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হযরত ইমাম হুসায়েন আলাইহিস সালামের যিয়ারত

আস সালামু আলাইকা ইয়া আবা আব্দিল্লাহি, আস সালামু আলাইকা ইয়াবনা রসূলিল্লাহি, আস সালামু আলাইকা ইয়াবনা আমিরারিল মোমেনীন আস সালামু আলাইকা ইয়াবনা ফাতেমাতা সাইয়্যেদতিন নিসায়িল আলামীন, আস সালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহি অবরাকাতুহু।

ইমাম আলী রিযা আলাইহিস সালামের যিয়ারত

আস সালামু আলাইকা ইয়া গারিবাল গুরাবা আস সালামু আলাইকা ইয়া মোয়ীনায যুয়াফা ওয়াল ফুকারা, আস সালামু আলাইকা ইয়া মুগিসাশ শীয়াতি ওয়ায যাওয়ারে ফি য়্যাওমিল জাযা, আস সালামু আলাইকা ইয়া শামসাশ শামুসি ওয়া আনিসান নাফুসি, আস সালামু আলাইকা ইয়া সুলতান আবাল হাসান আলী ইবনা মুসার রিযা রুহি ওয়া জিসমী লাকাল ফিদা, আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু।

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের যিয়ারত

আস সালামু আলাইকা ইয়া সাহেবাল-আসরে ওয়াজ-জামান, আল-আমান, আল-আমান, আল-আমান, আস সালামু আলাইকা ইয়া শরীকাল কুরআন, আস সালামু আলাইকা ইয়া ইমামাল ইনসি ওয়াল জ্বান, আজ্জালাল্লাহু তায়ালা ফারাযাক, ওয়া সাহহালাল্লাহু মাখরাযাক ওয়া জুহুরাক, আস সালামু আলাইকা ইয়া আহলিবায়তিন নুবুওয়াহ ওয়া মাআ'দানির রিসালাহ আস সালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহি অবরাকাতুহু।

মরহুম মুহম্মাদ নূরুল ইসলাম খানের গ্রন্থসমূহ

রচিত : ১) বিশ্ব বিধান, ২) ধর্ম পরিচয়, ৩) কুরআনের আলোকে তালাক ও তিন তালাক, ৪) কুরআন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, ৫)সংহতি কোন পথে গণতন্ত্রে না জ্ঞানতন্ত্রে ? ৬) সার্বভৌমত্ব ও ইসলাম, ৭) খাদ্য সমস্যার সমাধানে জন্মনিয়ন্ত্রণ না ইসলাম, ৮) খেলাফত বনাম ইমামত, ৯) দিশা কোথায় হিকমতে না সুবিধাবাদে?, ১০) রসূল (সঃ) নির্দেশিত নিশ্চিত পন্থা, ১১) নৈতিকতা সংহতির ভিত্তি, ১২) নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবার (কবিতা), ১৩) যে চিন্তা আমাকে জমাত ত্যাগে বাধ্য করল, ১৪) সৌদী সরকারের মাধ্যমে হজ্জকারীদের হত্যাকান্ড, ১৫) নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ ও তরুন সম্প্রদায়, ১৬) Rule of Low Word of Allah ও ইত্যাদি।

মুহম্মাদ রিজওয়ান সালাম খানের সংকলণ ও অনুদিত পুস্তকসমূহ

১. ঐতিহাসিক গাদির দিবসের চল্লিশ হাদিস। ২. হযরত ফাতেমা যাহরার ফযীলতে চল্লিশ হাদিস

৩. যুবসমাজের আহকাম (সচিত্র, রঙ্গিন)। ৪. যুবতীদের আহকাম (সচিত্র, রঙ্গিন)

৫. খতমে নবুওয়াত। ৬. ধ্রুবতারা (পেলাওয়ার নাইটসের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ)

৭. ওহী গৃহে আক্রমণ। ৮. ইমাম রেযা (আলাইহিস সালাম)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

৯. পবিত্র রজব মাষের ফযীলত ও আমল। ১০.পবিত্র শাবান মাসের ফযীলত ও আমল

১১. শাবান মাসের খোৎবা। ১২. দোয়াএ তাওয়াসসুল (বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ)

১৩. বর্তমান যুগের খারেজী সম্প্রদায়। ১৪. হুসায়নী বিপ্লব সম্পর্কে মনীষীদের অমর উক্তি।

১৫. দোয়া সমাহার (বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ)। ১৬. মাসূমীনদের জীবনী – ইত্যদি।